The College Garden

The Teaching Staff

The Non-Teaching Staff

The Inaguration of the wall Magazine

Students' Union

ভাঙড় মহাবিদ্যালয়

বার্ষিক পত্রিকা

সংখ্যা ঃ সপ্তম

সৃষ্টি

২০১২-২০১৩

Students' Union in Discussion with the Principal

College Social

Honourable Minister- Technical Education Govt. of W.B. for the National Level Seminar, Bengali Dept. at the Principal's Chamber

In the Library

In the Library

Students' Union Room

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

সংখ্যা - **VII**

Bhangar Mahavidyalaya Annual College Magazine

সৃষ্টি

SRISTI

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

সৃষ্টি

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক

পত্রিকা সংখ্যা -VII

SRISTI

Bhangar Mahavidyalaya
Annual College Magazine

প্রকাশ ঃ ২০১২ - ১৩

সভাপতি ঃ ডঃ ননী গোপাল বারিক
অধ্যক্ষ, ভাঙড় মহাবিদ্যালয়

সম্পাদক মন্ডলী ঃ অধ্যাপক ডঃ নিরুপম আচ্যার্য
অধ্যাপিকা নন্দা ঘোষ
অধ্যাপক ডঃ শিব শঙ্কর শানা
অধ্যাপিকা মধুমিতা মজুমদার
অধ্যাপিকা ডঃ সংযুক্তা চক্রবর্তী
অধ্যাপিকা ডঃ পূর্বাশা ব্যানার্জী
অধ্যাপক অজয় মাঝি, অধ্যাপক রজত দত্ত
অধ্যাপক জগবন্ধু সরকার
গোলাম আলি মোল্যা (পত্রিকা সম্পাদক)
হাকিমুল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক)

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ সম্পাদক মন্ডলী

প্রকাশক ঃ ভাঙড় মহাবিদ্যালয়
ভাঙড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

মুদ্রক ঃ রাজ প্রিন্টিং এন্ড ডি.টি.পি সেন্টার
ভাঙড়, দঃ ২৪ পরগণা। ৯৭৩২৬৬২০৫৪

ঃ সূচীপত্র ঃ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অধ্যক্ষের ভাবনা	ডঃ ননীগোপাল বারিক	৫
অভিমত	আরাবুল ইসলাম	৬
সৃষ্টি - ভাঙড় মহাবিদ্যালয়	মোঃ কুদ্দুস আলি	৭
সাধারণ সম্পাদকের কলমে	হাকিমুল ইসলাম	৮
পত্রিকা সম্পাদকের কলমে	সেলিম আলি মোল্যা	৯
সহ সাধারণ সম্পাদকের কলম	মানিক সরদার	১০
সহঃ সভাপতির কলম	তরিকুল ইসলাম	১০
আমার ভাঙড় মহাবিদ্যালয়	আবু জাফর	১১
প্রবন্ধ ঃ		
সৃষ্টির জন্য কিছু কথা		১৩-১৪
শিক্ষাই হল জাতির মেরুদন্ড	মসিউর রহমান	১৫-১৭
আত্ম ত্যাগ	তন্ময় দাস	১৮-২০
জীবন	প্রদ্যুৎ মণ্ডল	২১-২২
অসমাপ্ত প্রেমের কাহিনী	জহিরুল ইসলাম	২২-৩০-
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রলয় আসন্ন ২০১২	সঞ্জনা দত্ত	৩০-৩১
চুটকী	মুন্নি নস্কর	৩২-৩৩
কবিতা ঃ		
সুন্দর পৃথিবী	মোঃ হাকিমুল ইসলাম	৩৫
আশার টিয়া	ফিরোজ সরদার	৩৫
ভোরের পাখি	অজয় কুমার মাহাতো	৩৬
মা হারা	মিরাজুল ইসলাম	৩৭
মনের অন্তকথা	নুরইসলাম মোল্যা	৩৮
পড়াশুনা	ওমর ফারুক মোল্যা	৩৯
অপেক্ষা	আশিষ নস্কর	৪০
জননী বঙ্গভূমি	মোঃ হাসানুর জামান মোল্যা	৪১
আমাকে লজ্জা দেয়	মীরা মাহাতো	৪২
প্রেমেরস্বরূপ	ফিরোজ আহমেদ	৪৩
আর কেটনা গাছ	পঙ্কজ সরদার	৪৩
মোদের স্বপ্ন	মারুফা খাতুন	৪৪
শিক্ষা	মোঃ কবিরুল ইসলাম	৪৫
বন্যপাখী	আনচ্ছার তরফদার	৪৬
গাছ কেটো না	সেখ সাহালম	৪৭

ঃ সূচীপত্র ঃ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রজাপতি	পঙ্কজ সরদার	৪৭
শুধু আশা	ফিরোজ হোসেন	৪৮
কলেজ মানে	মোঃ আলিনুর মোল্যা	৪৮
স্বৈরাচারীর সাথী	রুন্টু মোল্যা	৪৯
শিক্ষা	সুপর্ণা মণ্ডল	৪৯
কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে	স্বপ্না কর্মকার	৫০
সৃষ্টি	আব্দুল খালেক খান	৫০
স্নেহময়ী মা	জুলফিকার মোল্যা	৫১
জিজ্ঞাসা	কবিরুল মোল্যা	৫২
আমাদের কলেজ	আব্দুল খালেক খান	৫২
লক্ষী	তাপস প্রামাণিক	৫৩
চাওয়া	নাসিমা খাতুন	৫৩
ভালবাসি	অভিজিৎ চক্রবর্তী	৫৪
অচেনা প্রেম	রুম্মা দাস	৫৪
বেলা অবেলা	মুন্নি নস্কর	৫৫
জানিনা তুমি কে	সুরজিৎ মণ্ডল	৫৫
জিজ্ঞাসা	সুস্মিতা	৫৬
রাজনীতি	দেবদাস মণ্ডল	৫৭
সৃষ্টি	মদিনা মনোয়ারা	৫৮
বিশ্ব নবীর বিদায় বেলা	মোঃ আব্দুল অহিদ	৫৯
নীতি কথা	ইমরান আলি	৬০
স্মৃতি বিরহ	মোঃ সাবির আলি	৬১
উপকারীর অবস্থা	উজ্জ্বল নস্কর	৬২
বেকারত্ব	বিলাস মন্ডল	৬৩
ভোটের হাল	মোমতাজুর রহমান	৬৪
আধুনিক কৌতুক	মারুফ খান চৌধুরী	৬৫
অতি বাস্তব	মিজানুর রহমান	৬৬
ভাঙ্গা মনের কথা	মুনসি সারফরাজ	৬৭
অন্তিম পর্ব	মাহাফুজা খাতুন	৬৮
Solitude	**Jahangir Molla**	৬৯
বিশ্বাস	তরিকুল ইসলাম	৭০
নব্য বাবুর কর্ম	মোজাফফার হোসেন	৭১
জীবন যুদ্ধ	আলামিন মোল্যা	৭২-৭৩
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংসদ		৭৪-৭৬

অধ্যক্ষের ভাবনা—

'সৃষ্টি' - সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ডানা মেলে আকাশে উড়বে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই। সেই প্রকাশের আনন্দে মেতে উঠবে মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ। ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের অতীত ঐতিহ্য মেনেই 'সৃষ্টির' সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে।

শুধু পঠন পাঠন নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের মনের মৌলিক প্রতিভার বিকাশের লক্ষ্যে সেই প্রথম দিন থেকে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, আজও সেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি প্রকাশিত হবে। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ই সংখ্যায় লিখেছে তাদের শুভেচ্ছা জানাই। যারা লিখতে পারলোনা তাদেরকে আগামী সংখ্যার জন্য এই 'সৃষ্টি' অনুপ্রেরণা জাগাবে এই বিশ্বাস রাখি। পত্রিকা প্রকাশের মুহূর্তে সকলকে ধন্যবাদ জানাই, বিশেষত ছাত্রসংসদ এবং অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী - যাঁরা এই প্রকাশনায় প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত।

'সৃষ্টি' সকলের মনে আনন্দ বিতরণ করবে এই আশা রাখি।

ডঃ ননীগোপাল বারিক
অধ্যক্ষ, ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

অভিমত

সাহিত্য সমাজের দর্পণ, আর পত্র-পত্রিকা ঐ সকল দর্পনের প্রতিবিম্ব। যে কোনো দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হল পত্র-পত্রিকা। আবার দেশ বিদেশের সভ্যতার অগ্রগতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারের প্রচেষ্টা ও প্রতিফলিত হয় পত্রিকায়। এছাড়া সমকালীন ঘটনাচক্র, অতীত ও আগামী দিনের ইঙ্গিতেও পত্রিকার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। যুগোপযোগী নবচেতনার উদ্বোধন, পরিপোষণ এবং প্রচারের জন্য পত্র পত্রিকাই সবচেয়ে বড় মাধ্যম। তাই বলা যায় ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের জ্ঞান-পিপাসু তথা অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ও 'সৃষ্টি' বাৎসরিক পত্রিকা হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ।

সূর্যের অকৃপণ প্রখর তাপে যখন বিশ্ব মুহ্যমান, জল, স্থল শুস্ক, শূন্য, বিমর্ষ হয়ে পড়ে ঠিক তখন নিস্ফলা ধরণীকে সবুজ, শ্যামলীময় সতেজতায় ভরিয়ে দিতে পারে মেঘ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টি। একই রূপে পাঠক-পাঠিকাদের রুদ্র তপস্যার ধ্যান ভাঙাতে এবং নবচেতনার বার্তা নিয়ে প্রকাশ পায় ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের মহৎ পত্রিকা 'সৃষ্টি'।

সুতরাং পত্রিকার এই মহৎ গুরুত্ব পর্যালোচনার পর উক্ত পত্রিকা প্রকাশে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তাছাড়া উক্ত পত্রিকার আরও অগ্রগতি ও উন্নতি কমনা করি। পত্রিকার হিতাকাঙ্খি পাঠক-পাঠিকাদের ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করব পত্রিকাটি যাতে বাৎসরিক থেকে মাসিক করা যায় তার জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা থাকবে, আর সকলের সহানুভূতিতে 'সৃষ্টি' বৃষ্টি ধারার মত ঘাত প্রতিঘাত উপেক্ষা করে গ্রাম - শহর ছড়িয়ে, নদ-নদী পেরিয়ে মহাসমুদ্রে মিলিত হবে।

শ্রী আরাবুল ইসলাম
সভাপতি, পরিচালন সমিতি
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

'সৃষ্টি' ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

মোঃ কুদ্দুস আলি
Head Clerk, Bhangar Mahavidyalaya

প্রকাশিত হতে চলেছে ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের ২০১২ - ২০১৩ এর 'সপ্তম' বার্ষিক পত্রিকা 'সৃষ্টি'। ভাঙ্গড় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি বছর এই কাজ করে থাকে। এই পত্রিকার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সৃজনী ক্ষমতার পরিচয় ঘটাতে পারে। আমি সমস্ত নবীন লেখক - লেখিকার ও পাঠক - পাঠিকাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আজও 'সৃষ্টি' বলতে পারে না সে সম্পূর্ণ ক্রুটি মুক্ত। তবে এটুকু বলতে পারে সে—

'বন্ধু তোমাদের পাশে আছি'

সাধারণ সম্পাদকের কলমে—

আমাদের কলেজের সকল ছাত্র / ছাত্রী তথা অন্যান্য সকলের সৃষ্টি শীল বক্তব্য প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম কলেজ ম্যাগাজীন ''সৃষ্টি'' প্রকাশিত হতে চলেছে। কলেজের জন্মলগ্ন থেকে প্রকাশিত হয়ে আসা এমন একটি ঐতিহ্য মন্ডিত পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব অবশ্যই ছাত্র সংসদের ওপর ন্যস্ত থাকে। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে আমরা ছাত্র সংসদের কর্মীবৃন্দ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এ ব্যাপারে যাঁদের সহযোগিতা সর্বদাই পেয়েছি তাঁরা হলেন আমাদের পত্রিকা দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ। সর্বপরী আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের উদ্যোগ ব্যাতীত এই বিরাট কর্মজজ্ঞ হয়ত সম্পন্ন হত না। আমি ব্যক্তি নির্বিশেষে আমার স্বশ্রদ্ধ প্রনাম এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এহেন সমৃদ্ধশীল পত্রিকা ''সৃষ্টি'' যথা সময়ে প্রকাশ করতে পেরে আমরা ছাত্র সংসদের সকল কর্মী বৃন্দ একদিকে যেমন গর্বিত অন্যদিকে নবাগত বন্ধুদের এর প্রকাশের মাধ্যমে স্বাগত জানাচ্ছি। ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক রূপে আমি নবাগত সহপাঠী এবং সহ পাঠিনীদের এই অনুরোধ জানাতে চাই যে, তোমরাও আগামী দিনে নিজেদের মৌলিক দৃষ্টি ভঙ্গি প্রকাশের এই মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করবে, আমাদের চিন্তন শক্তি যেন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষতার উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এবং সেটাই হবে আমাদের এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐর্তিহ্যের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনের অঙ্গীকার।

হাকিমুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক (ছাত্র সংসদ)
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে—

সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত আমাদের চীর পরিচিত বার্ষিক 'সৃষ্টি' পত্রিকা প্রকাশের পথে। সুদূর অতীত থেকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও প্রকাশের মধ্যে দিয়ে প্রতিভাধর বহু কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ও জ্ঞানী শিক্ষক মণ্ডলীর সুপ্ত পরিচিতি ঘটিয়ে আসছে ও আগামী দিনেও ঘটানোর মধ্যে দিয়ে তার সৃষ্টির পথকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষ যে বড় হয়ে ওঠে তার জন্য জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আর এই অর্জনের জন্য প্রয়োজন একটি ভালো জ্ঞানের মাধ্যম। আর এই মাধ্যমের অন্যতম ফল হল আমাদের বার্ষিক 'সৃষ্টি' পত্রিকা।

এই বছর বহু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিষয় লেখা জমা দিয়েছে হয়তো আমরা তাদের সকলের লেখা ছাপাতে পারবো না। কিন্তু চেষ্টা আমাদের করতে হবে। কেবা বলতে পারে আজকের আমাদের এই ব্যর্থতা সাফল্যের পথ দেখাবেনা? সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমাদের ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে। আমরা তোমাদের পাশে আছি ও ভবিষ্যতে থাকবো।

ইতি-
গোলাম আলি মোল্যা
পত্রিকা সম্পাদক (ছাত্র সংসদ)
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

সহ সাধারণ সম্পাদকের কলম—

'সৃষ্টি' নব কলরবে প্রকাশিত হচ্ছে। এবার বহু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা জমা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের প্রতিভাকে প্রকাশ করতে চলেছে। সকলের লেখা হয়তো বেরোবেনা, কিন্তু চেষ্টা আমাদের করে যেতে হবে। আর কে বলতে পারে আগামী দিনে আজকের এই ব্যর্থতাই হয়ত সাফল্যের মুখ দেখাবে !

মানিক সরদার
সহ সাধারণ সম্পাদক (ছাত্র সংসদ)
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

সহ সভাপতির কলম—

১৯৯৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ভাঙ্গড় ও ভাঙ্গড়ের তৎসংলগ্ন মানুষের সহযোগীতায় গড়ে ওঠে ভাঙ্গড়ের মানুষের একান্ত আশার প্রদীপ - ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়। আর এই মহাবিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধির মূলে আছে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক মণ্ডলী এবং প্রতিভাধর ছাত্র ছাত্রীর সুকোমল প্রচেষ্টা। তাদের এই বহু মুখী প্রতিভার প্রকাশ পেয়েছে পঠন পাঠন ছাড়াও একাধিক সৃজনশীল কর্মের মধ্যে দিয়ে।

সে সমস্ত কর্মযজ্ঞের অন্যতম হল বিগত ২০০১ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসা বার্ষিক পত্রিকা ''সৃষ্টি'' । যার মধ্যে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে লিপির বাঁধনে প্রকাশ করে সৃষ্টির পথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হচ্ছে ও হবেও।

তরিকুল ইসলাম
সহ সভাপতি (ছাত্র সংসদ)
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

আমার ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

আমাদের কলেজ ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় আমার ছাত্র জীবনের একটি অন্যতম স্বপ্নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কেন এটি স্বপ্নের - তার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। কলেজের অভ্যন্তরীন সৌন্দর্যের কথায় পরে আসছি। প্রথমত বলতে হয় ভৌগোলিক ভাবে এটি এমন একটি জায়গায় প্রতিষ্ঠিত যা ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছে এই মহাবিদ্যালয়কে। বিশাল ভাঙ্গড় বাজারের সংলগ্ন এবং বিভিন্ন প্রসাশনিক দপ্তরের মাঝখানে কলেজের অবস্থান জম-জমাট পরিবেশ তৈরী করে। আর দ্বিতীয়ত, আমাদের কলেজের বিভিন্ন বিভাগ গুলির পঠন-পাঠনের উৎকর্ষতা আছে। এর সাথে সাথে কলেজের লাইব্রেরী, জিম, ক্যান্টিন, সুদৃশ্য ফুলের বাগান, খেলার মাঠ, জলাশয় এবং সর্বপরী মাঠের পাশের পার্কগুলি সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তো বাড়তি আকর্ষনের বিষয়।

এই কলেজের কলেজের আমার ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা ভিন্নতর। কারণ ছাত্র সংসদের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকার ফলে একদিকে যেমন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংগে অপর দিকে কলেজ কতৃপক্ষ তথা অধ্যাপক- অধ্যাপিকাদের সাথে আমার ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই তাঁদের অনেকেরই আন্তরিক স্নেহধন্য হতে পেরেছি।

আমাদের কলেজ একই ভাবে একটি ঐতিহ্য মন্ডিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কেননা আমাদের ছাত্র সংসদ পরিচালিত নবীন বরণ উৎসব এবং আনন্দ লহরী, বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ফুটবল টুর্নামেন্ট, রবীন্দ্র জয়ন্তী প্রভৃতি ধূম-ধামের সাথে উদযাপন হয়ে থাকে বছরের বিভিন্ন সময়ে । এরই সাথে সাথে ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের ২০১২ সালের 'সৃষ্টি' পত্রিকা প্রকাশিত হল। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সকলেই এই পত্রিকাই তাদের মৌলিখ লেখনী প্রকাশ করতে পারেন। দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিক এক ঘেঁয়েমি পঠন-পাঠনের বিভীষিকায় ছাত্র-ছাত্রীর চিত্ত, বিনোদনে এই পত্রিকা কিছুটা সহায়ক হবে। যাই হোক সময় অতিবাহিত হয়, তৈরী স্মৃতি। হয়ত বা এই পত্রিকা প্রকাশের প্রথম সারিতে যারা ছিলেন আজ হয়ত বা তারা অনেকেই নেই। কিন্তু ফেলে রেখা যাওয়া সেই স্মৃতিকে আজও আকড়ে ধরে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় এবারেও প্রকাশ পেয়েছে 'সৃষ্টি' - তাই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, লেখক, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের জানাই আমি ও আমার ছাত্র সংসদের পক্ষ হইতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

স্বভাবতই এমন পরিবেশ ছেড়ে যাওয়ার বেদনা থেকে যাবে। তবু আমার মনে হয় এই কলেজ ছেড়ে কখনও যেতে পারবো না, কিংবা আমি কখনও প্রাক্তন হবনা। যে হৃদয়ের সম্পর্ক এই মায়াবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে গড়ে উঠেছে তার সাথে আমার নবাগত বন্ধুদের ও সঙ্গী করে নিতে চাই। আমরা সকলে ঐতিহ্যের প্রতি যত্নবান হব এই শপথ গ্রহণ করতে চাই। এটাই হবে আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

আবু জাফর
ছাত্র সংসদ -ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

প্রবন্ধ

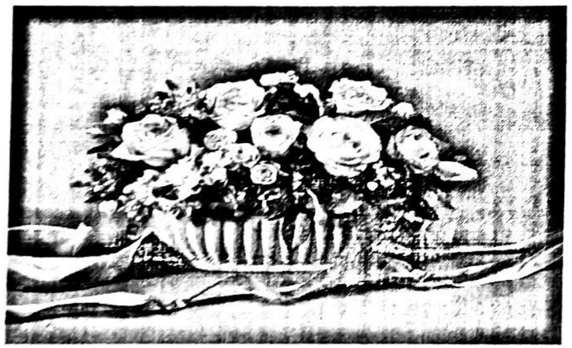

সৃষ্টির জন্যে কিছু কথা

সৃষ্টি আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশিত হবার একটি সুযোগ। অনেকেই খুব ভালো লেখে, অনেকেরই সুন্দর চিন্তাশক্তির প্রশাংসা না করে পারা যায়না।

আমাদের এই সৃষ্টির প্রত্যেকটি সংখ্যা যেন এক একটি নতুন সমর্থক ও সঠিক পদক্ষেপ হয়ে উঠতে পারে। এর মাধ্যমেই মহাবিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন হবে, তার পরে এর মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র এভাবে 'সৃষ্টি' যেন আগামী দিনে রাষ্ট্রগড়ার কারিগর হয়ে উঠতে পারে এই আমাদের আশা—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা সাফল্য পাবই।

আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে (Globalisation) বিশ্ব আমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। যে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-এর সবকিছুই ভালো (হিতকর অর্থে) হতে পারে না, কিছু অহিতকর factors তাতে থেকেই যায়। কিন্তু তাই বলে কি আবিষ্কার বা Technological advancement অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে? এটি তো কোনভাবেই আমাদের কাম্য হতে পারে না। তাহলে উপায়?

হাঁস যেমন দুধ জল-মেশানো থাকলে তার থেকে দুধ টুকু নিয়ে তৃপ্ত হয় ঠিক একই ভাবে প্রত্যেক invention এর ভালো দিকটাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

এবার প্রশ্নঃ ভালো মন্দ বোঝা যাবে কিভাবে? এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখনকার যুবসমাজ মনে রাখতে হবে তারা ভবিষ্যতের কান্ডারী, সমাজ চালানোর, রাষ্ট্র চালানোর দায়িত্ব ভবিষ্যতে তাদের নিতে হবে। আবার পরবর্তী প্রজন্মকে ভালো মন্দ বিচারের মাপকাঠি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান মান-ও করতে হবে।

এই খানেই এই শিক্ষা প্রাঙ্গনগুলির ভূমিকা যেখানে তারা এই সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হবে।

যদিও অত্যন্ত দূরভাগ্যের যে আমরা ইদানীং নানারকম নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি যা কেউ কেউ এই globalisation এর effect বলছেন কিন্তু শুধু সমালোচনা নয়, প্রত্যেককে সদর্থক salution বা সমাধানের পথ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং সবাইকে সবসময় যা যুগপোযগী, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সঠিক ভাবনা চিন্তা, সঠিক পথ অবলম্বন করতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে এমন হতেই পারে যে সময়ে যেটি ছিল অপ্রয়োজনীয় আজ সেটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতেই পারে কারণ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে উঠেছে। এবং তখন তাদের সঙ্গে মানিয়ে চলাই শ্রেয়। (অবশ্যই যতটা সম্ভব তার অহিতকর প্রতিক্রিয়া বাদ দিয়ে)।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোলো global warming আজকাল আমরা এই শব্দটির সঙ্গে খুবই পরিচিত। এবং এর effect হিসাবে এবার আমরা অসহ্য গরমে কষ্ট পেয়েছি — তাপমাত্রা record ছুঁয়েছে। আমাদের সকলকে পরিবেশ সচেতন হতে হবে। প্রকৃতিকে (Nature) আমরা এমনভাবে ব্যবহার করব না যাতে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে Sustainable Development এর বশ হয়ে থাকে যার অর্থ হোলো ঃ প্রকৃতিকে এমনভাবে utilise করতে হবে যাতে ভবিষ্যতের জন্যে রেখে নিজেদের প্রয়োজন মেটানো যায়। আমাদের সকলকে সবরকম ভাবে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তবেই আগামী প্রজন্মের প্রতি Justice করা হবে।

আমাদের কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষার্জন করতে স.. হোক — ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জানালাম। আমার আন্তরিক আবেদন যে, সবার ভালো, খুব ভালো হোক — যা কিছু মন্দ তা যথাসম্ভব পরিত্যাগ করে তাকে দূরে সরিয়ে ভালোভাবে সত্যের পথে এগিয়ে যাবার জন্যে ব্রতী হতে হবে।

সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ —এই মন্ত্রে চলো
সবাই আমরা দীক্ষিত হই।

শিক্ষাই হলো জাতীর মেরুদন্ড

মসিউর রহমান
বি.এ. (প্রথম বর্ষ) রোল - ১৬৯

একটি ছোট্রো গ্রাম সেই গ্রামের মাঝে বাস করত ভিন্ন জাতির মানুষ। গ্রামটি ছিল শষ্য শ্যামলায় ভরা, গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি আঁকা-বাঁকা খাল। খালটির দুই ধার আছে বিভিন্ন প্রকারের গাছ-গাছালি। সেই গাছে বাস করত শত শত পাখি। তাদের মধ্যে আছে - টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া, দোঁয়েল এবং শালিক পাখি। এই পাখিদের মধুর কিচি-মিচি আওয়াজ শুনতে পেয়ে গ্রামের মানুষের ঘুম ভেঙে যেত। এবং তারা দেখতে পেত পূর্ব আকাশে সূর্যের মিষ্টি আলো, সেই আলো যখন আঁকা-বাঁকা খালের মাঝে এসে পড়তে তখন গ্রামের মানুষের মন খুশিতে ভরে উঠতো। এই খুশির জোয়ার চলতে চলতে পৃথিবীর বুকে জন্মনিল -হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মের দুটি সন্তান। তারা দুজনে সূর্যের আলো এবং অক্সিজেন পেয়ে বড়ো হতে লাগলো। হিন্দু ধর্মের ছেলেটির নাম রাখা হল- রাজিব এবং মুসলিম ধর্মে আদরের সন্তানকে নাম রাখা হল - সাহিদ আফ্রিদী। রাজিব এবং সাহিদ আফ্রিদী দুজনে বড়ো হয়ে এঁকে অপরের সঙ্গে গভীর বন্ধু হয়ে উঠল। এবং দুই বন্ধু একসাথে -হাঁডুডু, লুকোচুরি খেলাধূলা নিয়ে সবসময় পড়ে থাকতো। হঠাৎ একদিন সাহিদ আফ্রিদী তার বন্ধু রাজীবকে বলল—

সাহিদ আফ্রিদী ঃ দেখ বন্ধু রাজিব আমরা হলাম দুটি ভিন্ন ধর্মের সন্তান। তার স্বতেও আমাদের দুজনার মধ্যে কতটা ভালোবাসা আছে।

রাজিব ঃ শোন বন্ধু সাহিদ আমরা ভিন্ন ধর্মের সন্তান হতে পারি কিন্তু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কি বলেছেন - ''এক বিন্তে দুটি কুশুম, হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়ন মনি, হিন্দু তাহার প্রাণ'' অর্থাৎ আমরা হতে পারি ভিন্ন ধর্মের কিন্তু আমরা হলাম একই মায়ের সন্তান। আর আমরা বেঁচে আছি একই সূর্যের আলো এবং একই অক্সিজেন গ্রহণ করে। এবার বলো বন্ধু সাহিদ আফ্রিদী তোমার এবিষয়ে কিছু বলার আছে কি?

সাহিদ আফ্রিদী ঃ ঠিক বলেছো বন্ধু তুমি, কিন্তু আমরা শুধুমাত্র একই মায়ের সন্তান হয়ে পৃথিবীর বুকে চিরকাল বেঁচে থাকতে চাইনি। তার সাথে সাথে সমাজের মানুষের

মানুষকে দেখাতে চায়-শিক্ষা কিভাবে মানুষকে সময়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এবং শিক্ষার মাধ্যমে জাতীর মেরুদন্ড শক্ত করা যায় কীভাবে এই বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে।
রাজিব এবং সাহিদ আফ্রিদী দুই বন্ধু গভীর ভাবে ভাবতে লাগল। কীভাবে সমাজের সাধারণ মানুষকে শিক্ষার ছায়াতলে আনা যেতে পারে। অবশেষে সাহিদ আফ্রিদী প্রিয় বন্ধু রাজিব বলল - দেখ বন্ধু সাধারণ মানুষকে শিক্ষার আলো দেখাতে হলে প্রথমেই আমাদের দুজনের শিক্ষার ছায়াতলে অবস্থান করতে হবে। তার জন্যে যেটা করা উচিত সেটা হলো আমরা সবার আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হই। তার পরে শিক্ষার মাধ্যমে যদি আমাদের কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী হয়, তাহলেই সমাজের মানুষ বুঝতে পারবে শিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে আদর্শবান মানুষ এবং কি করে জাতীর মেরুদন্ডকে শক্ত করা যায়। তাহলেই সমাজের মানুষ আর কেউ অশিক্ষিত থাকতে পারবে না। তারা চলল গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হতে।

প্রাইমারী স্কুল ঃ দুই বন্ধু হাজির হল স্কুলের হেড মাষ্টারের কাছে। তারপর তাদের বক্তব্য শুনে দুজনকে মাষ্টার মহাশয় ক্লাস ওয়ান শ্রেণীতে ভর্তি করে নিল। রাজিবের রোল নং-১ এবং সাহিদ আফ্রিদীর রোল নং-২, এই ভাবে পড়া শোনা করতে করতে প্রাইমারী স্কুল পাশ করে ভর্তি হতে চলল উচ্চ বিদ্যালয়ে।

উচ্চ বিদ্যালয় ঃ দুই বন্ধু উপস্থিত হল বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার মহাশয়ের কাছে তারপর তাদের জ্ঞান মূলক পরিক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে ভর্তি করে নিল পঞ্চম শ্রেণীতে। এই ভাবে লেখাপড়া জীবন কাটতে কাটাতে সামনে এসে দাঁড়ালো - মাধ্যমিক সেন্টার, চলল দুই বন্ধু।
মাধ্যমিক সেন্টার ঃ উপস্থিত হলো রাজিব এবং আফ্রিদী। তার পর সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা গুলো ভালো ভাবেই দিতে পারলো। অবশেষে সামনে এসে দাড়ালো রেজাল্টের দিন।
রেজাল্টের দিন ঃ হাজির হলো দুই বন্ধু বিদ্যালয়ে, দেখা গেল দুই জনে লেটার নম্বর নিয়ে সমস্ত বিষয়ে পাশ করেছে। এভাবেই লেখা পড়া জীবন কাটাতে কাটাতে সমস্ত পরীক্ষায় তারা ভালো রেজাল্ট করে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে কোন সমস্যার পথে আঁটকে পারেনা রাজিব এবং সাহিদ আফ্রিদীকে। এবার রাজিব ভর্তি হল-বাংলা অনার্স নিয়ে এবং সাহিদ আফ্রিদী ভর্তি হলো ইংরাজী অনার্স নিয়ে।

বাংলা অনার্স ঃ বাংলা অনার্স নিয়ে পড়াশোনা চালাতে চালাতে রাজিবের মিলে গেল একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলার শিক্ষক রূপে। শুধু মাত্র বাকি রইল সাহিদ আফ্রিদীর চাকরীর লটারী।
ইংরাজী অনার্স নিয়ে সংগ্রাম করতে লাগলো সাহিদ আফ্রিদী। অবশেষে সংগ্রামে

জয়ী হয়ে - মহা বিদ্যালয়ে ইংরাজীর শিক্ষক রূপে স্থান সাহিদ আফ্রিদী।
রাজিব এবং তার বন্ধু আফ্রিদী যে ভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে ছিল এবং তারা শিক্ষার মাধ্যমেই জাতীর মেরুদন্ডকে শক্ত করা যেতে পারে এই বিষয়ে সমাজের সাধারণ মানুষকে যে ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে ছিল, ঠিক আমাদের ও সেই আদর্শকে কেন্দ্র করে সমাজে শিক্ষার আলোয় পৌছাতে হবে। আমরা ভিন্ন ধর্মের মানুষ হলেও-একে অপরের হাতে হাত রেখে মানুষকে বোঝাতে হবে - শিক্ষাই হল জাতীর মেরুদন্ড।

আত্ম ত্যাগ

তন্ময় দাস
বি.এ. (অনার্স) রোল - ৫১

ডঃ অরিন্দম সবে মাত্র হাসপাতালের রাতের ডিউটি সেরে নিজের কোয়াটারে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে আগামী কালের কাজের রুটিন চিন্তা করছিলেন আর চিন্তা করতে করতে তাঁর দু-চোখে জড়িয়ে আসছিল নিদ্রা। ঠিক তখনই হাসপাতালের নার্স রেবা এসে ডাক দিল। "ডঃ বাবু, ডঃ বাবু শীঘ্র আসুন ১০ নং বেডের রোগীর জ্ঞান ফিরেছে।" কথাটা যে ডঃ অরিন্দমের কাছে হঠাৎ লাগা কারেন্টের মতো। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে চললেন হাসপাতালের দিকে। হাসপাতালে এসে সোজা গেলেন ১০ নং বেডের রোগীর কাছে। তিনি বেডের কাছে যাবার আগে শুনতে পেলেন ১০ নং বেডের রোগী বলছে - "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মরতে চাই, আমি বাঁচতে চাই না, আমায় ছেড়ে দাও।" ডঃ অরিন্দম এগিয়ে গেলেন আর ১০ নং বেডের রোগীর মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন - "তুমি কেন মরতে চাও, কেন তুমি বাঁচতে চাও না, তোমার কিসের এত দুঃখ, আমাকে বলো আমি তোমাকে সুস্থ ভাবে বাঁচতে সাহায্য করবো বলো। দীপা বলো। ডঃ অরিন্দমের স্নেহ ভরা কণ্ঠ শুনে দীপা বলে ওঠে না ডাক্তার বাবু অমন ভালো ভালো কথা আমাকে বলবেন না। ও সব কথা আমার জন্য নয় কারণ আমি অন্ধ। ভালো ভাবে বাঁচার কোন অধিকার আমার নেই বলেই দীপা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে যে কাঁদার সঙ্গে মিশে আছে একরাশ চাপা হতাশা।

তার কান্না দেখে ডঃ অরিন্দম বললেন "আমি বুঝতে পারছি তোমার প্রতি কোনো অবিচার হয়েছে, আমাকে খুলে বল দীপা আমি সব শুনতে চাই।"

দীপা দুঃখ মেশানো কণ্ঠে বলে ওঠে - "শুনবেন ডঃ বাবু আমার জীবনের করুণ কাহিনী ?" তবে শুনুন - " মায়ের মুখে শুনেছিলাম আমার বাবা নিজের পছন্দ মতো মেয়েকে বিয়ে করার জন্য আমার দাদু বাবাকে তেজ্য পুত্র করেছিলেন। তাই বাবা বিশাল সম্পত্তি ছেড়ে মাকে নিয়ে আলাদা ভাবে সুখের নীড় বেধেছিলেন। একদিন তাদের সুখের নীড়ে একরাশ আলো নিয়ে পৃথিবীতে এলাম আমি। আমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান। কিন্তু নিষ্ঠুর পরিহাসে আমার যখন বয়স চার বছর আমাদের কে একা রেখে বাবা পৃথিবী ছেড়ে চলেগেলেন। আমাকে বাঁচাতে আর নিজে বাঁচতে মা আমাকে নিয়ে চলে এলো গ্রাম ছেড়ে এই শহরে। এই বিশাল শহরে এক বিশাল বড়লোকের ঘরে মা ঝিয়ের কাজ নিয়েছিল। সেখানে মাত্র তিনটি প্রাণী কর্তাবাবু, গিন্নীমা আর তাদের একমাত্র সন্তান। তাকে আমি ছোটো দাদা বাবু বলে ডাকতাম। তিনিও আমাকে নিজের বোনের মত ভালো বাসতেন। নিজের মেয়ের মতন ভালো বাসতেন, কর্তাবাবু ও গিন্নীমা। মহা আনন্দে কাটছিল

আমার জীবন কিন্তু দুঃখের আর যার নিত্য সঙ্গী দুঃখ সে সুখী হবে কি ভাবে? তাই গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার বছর পাঁচেক পর আমার মা ও চলে গেলেন আমাকে ছেড়ে। এমন দিনে কর্তাবাবু ও গিন্নীমা আমাকে সান্তনা দিয়ে বলেছিলেন - "তুমি কেঁদো না দীপা। মা কি কারোর চিরকাল থাকে? তাছাড়া আমরা তো আছি। মনে করো না আমারই তোমার বাবা-মা।" তাদের কথা শুনে আমি সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম আমার গর্ভধারিনীর কথা। বেশ সুখেই ছিলাম আমি। আজও ভুলতে পারেনি বলেই দীপা আবার কেঁদে ওঠে। "তারপর কী হলো দীপা? দীপা বলে ওঠে যতদূর সম্ভব মনে হয় সেদিনটা ছিল ২২ শে আষাঢ়। ছোটো দাদা বাবুর জন্মদিন। বাড়িতে খুশির মেজাজ ঘর বাড়ি ফুলে ফুলে সাজানো হচ্ছে। সবাই খুশির মেজাজে ভাসছে। আনন্দের সাগরে, ঠিক তখনই এক অচেনা ব্যাক্তি এলেন এক সংবাদ যে সংবাদ খান খান হয়ে গেল খুশীর প্রাসাদ। তিনি এসে খবর দিলেন ছোটো দাদা বাবুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা যেন শীঘ্র পি.জি. হাসপাতালে যাই। এই খবর শুনে আমি, কর্তাবাবু, গিন্নীমা গেলাম, হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারলাম অ্যাক্সিডেন্টে ছোট দাদাবাবুর এক চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু আর একটি চোখ না পাল্টালে ওটাও নষ্ট হয়ে যাবে। আই ব্যাঙ্কে খবর নিয়ে জানা গেলো চোখ পাওয়া সম্ভব নয়। ডাক্তার কর্তাবাবু বা গিন্নীমাকে একটা চোখ দিতে বললেন কিন্তু তাদের প্রিয় পুত্রের জন্য সামান্য ত্যাগ টুকু স্বীকার করতে পারলে ন না। তাদের অস্বীকারকে আর দাদাবাবুর ভবিষ্যৎ চিন্তাকরে আমি বললাম আমার একটা চোখ দাদা বাবুকে দিন ডাক্তার বাবু। আমার কথা শুনে কর্তাবাবু যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। আমায় চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিলেন। তারপর এল সেই দিক, সেখানে হারালাম আমার অমূল্য রতন আমার একটি চোখ। তার পরিবর্তে দাদা বাবু পেলেন একটি চোখ, তারপর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আমার আদর ও কদর দুটোই আরও বেড়ে গেল। আমি ভুলে গেলাম যে আমি তাদের কাজের মেয়ে। এভাবে কেটে গেল দুটো বছর। হঠাৎ একদিন চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলাম। কথাটা বাড়ির সবার কাছে বললাম কিন্তু কেউ সেভাবে গুরুত্ব দিল না। একদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর চোখে কিছু দেখতে না পেয়ে বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ডাকলাম ছোট দাদা বাবু? উত্তর এল হ্যাঁ, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সকাল হয়ে গেছে কিনা উত্তরে সে বললঃ "হ্যাঁ, সকাল তো অনেক ক্ষণ আগেই হয়ে গেছে"। তাঁর কথায় চিৎকার করে কেঁদে বললাম, "দাদা বাবু আমি চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।" সে কোনো উত্তর না দি চলে গেলো। আর সেদিন থেকে কমে গেলো আমার প্রতি ভালোবাসা আমার স্থান হলো সিঁড়ির ঘরে এক কোণে। চার বেলার পরিবর্তে খাওয়া পেতে লাগলাম দু বেলা। তবু অসহায় বলে মুখ বুজে সহ্য করেছিলাম আর ভাবছিলাম আমার সেই সুখের দিনের কথা। এই

ভাবে কাটল আরো কয়েকটা মাস। একদিনে গায়ে অনুভব করলাম জ্বর, গিন্নী মাকে ডেকে বললাম তিনি এসে হাতটা দেখে বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। ফিরে এলেন কয়েকটা ওষুধ নিয়ে আমাকে বললেন - "নাও, ওষুধটা গেলো.................।

তার কথা শেষ হতে না হতে পাশের ঘর থেকে কর্তাবাবু বললেন - "কই গো তোমার হলো? এই বাসটা ধরতে না পারলে শেটা মিস হয়ে যাবে। গিন্নীমা ওষুধ আমাকে খাইয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন, "যত সব ঝামেলা আপদটা মরলে বাঁচি।" তার কথা গুলো বুকে বাঁধলো তাই ঠিক করলাম না এই ভাবে পরের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। একদিন মনকে শক্ত করে যখন দুপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন পায়ে পায়ে উঠে এলাম ছাদে সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ পেলাম আর তখনই আমি ছাদ থেকে ....। "আমি, আমি মরতে চাই ডাক্তার বাবু আমাকে মরতে দিন।" ডাক্তার অরিন্দম দীপারেক সান্তনা দিয়ে বললেন তুমি ভেবো না দীপা আমি আছি।

দীপার এই করুণ কাহিনী শুনে ডঃ অরিন্দমের চোখে জল চলে এল।

এখন আপনারা বলুন তো ডঃ অরিন্দমের চোখের জল কেন— ১০ নং বেডের রোগী দীপার জন্য? নাকি তার মহান আত্ম ত্যাগের জন্য?

জীবন

প্রদ্যুৎ মন্ডল
বি.এ. (অনার্স) রোল - ৮২

(১)

জীবন মানে কি শুধুই বুক ভরা ব্যাথা, পাওয়া না পাওয়ার ব্যর্থতার তালিকা। নাকি আনন্দ, সুখ। জীবন মানে কি শুধুই পরিশ্রম ও দায়িত্বের শিকল পায়ে পরা নাকি কর্তব্যকে জীবনের পরম নির্বাণ স্বরূপ পালন করার এক ভীষণ ও দুর্দান্ত প্রচেষ্টা। এই ভাবনা গুলি বারবার প্রদীপের মনকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে তোলে। কলেজ থেকে ফেরবার সময় পথে এক অসহায় মা তার ছোটো ছেলেকে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করার জন্য যেভাবে অর্থ প্রার্থনা করছিল তা দেখে প্রদীপের চোখে জল চলে এল। এখন রাত দুটো দশ। কিন্তু প্রফেসর প্রদীপের হৃদয় ও মস্তিক উপরিউক্ত ভাবনা গুলির পরম অস্তিত্বের জন্য ঘুম তার ব্যর্থতা স্বীকার করেছো ফলতঃ প্রফেসর এখন ছাদের দিকে রওনা দিলেন কিছু সতেজ ও প্রানবন্ত বাতাসের। তার মাথাটা আবার ঝিম্‌ঝিম্ করতে শুরু করলো। হঠাৎ একটা ছোট্ট তারা আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত যাওয়ার দরুন এক টুকরো আলোর লীলিমা ছড়িয়ে দিয়ে গেল। প্রফেসর সেই আলোর দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে তা মিলিয়ে গেল। ওই ছোট্ট তারাটি যেভাবে আলোর দ্যুতি দিয়ে প্রবল ভাবে দৃষ্টিকে আকর্ষন করলো, সেইভাবেই আমাদের যুব সমাজ আজ যে মোহের পিছনে দৌড়াচ্ছে তাও তোমরীচিকার ন্যায় ভ্রান্তমাত্র। যেখানে থেকে তারা হয়তো পাবে আংশিক সুখ কিন্তু তা কেবলমাত্র দুখের সমুদ্রে সুখ হাতড়ানোর এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। আজকে যুব সমাজ যেভাবে অন্যায়, অবিচার উৎচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগ সর্বস্বের মধ্যে ডুবে আছে সেখানে স্বামীজীর নীতি প্রবেশ করা তো দূরের কথা লজ্জায় মুখ ঢেকে কোনো এক গভীর অরণ্যের প্রস্থান করেছে।

(২)

প্রদীপ দত্ত এখন এক খ্যাতনামা কলেজের প্রফেসর। বয়স ৬৫ বছর। তার বাবার মৃত্যুর পর থেকে তিনি ও তার মা ভীষন ও দুর্দান্ত কষ্ট, দারিদ্র ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। সেই খেতে না পাওয়া ও আর্থিক অনটনের মধ্যেও তিনি পড়াশোনা করে প্রফেসর হওয়ার স্বপ্নকে ঝরে যেতে দেন নি। আজ বোধহয় তার জন্যই তিনি এক খ্যাতনামা প্রফেসর। জীবনটা যে কি রকম কঠোর বাস্তব ও নিগূঢ় সত্য তা তিনি তার প্রতিটি স্নায়ু দিয়ে অনুভব

করেছেন। আমাদের শহর কলকাতার বুকে যে অসংখ্য ছোটো ছোটো শিশু আছে তাদের মধ্যেও আছে পড়াশোনা করার এক অভিনব প্রচেষ্টা। কিন্তু অর্থের অভাবে তা শুকিয়ে ঝরে পড়ে। তাই আজ প্রফেসর তার জীবনের সমস্ত অর্জিত টাকা কেবলমাত্র যে টুকু তার বাকি জীবনটা চালানোর জন্য প্রযোজ্য তা রেখে বাকি টাকা 'Education Institution' নামক প্রতিষ্ঠান কে দিয়ে এলেন। তার মায়ের মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বলে যাওয়ায় প্রতিটি কথা তথা প্রতিটি বাক্য ও নিজের অবিবাহিত জীবনের সমাজ সংস্কার মূলক ভাবনাটিকে বাস্তবের নিগূঢ় মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

(৩)

জানি না ! প্রফেসর প্রদীপের মতো মানুষ আর পৃথিবীতে কজন আছেন। তবে আমাদের যুব সমাজ যদি জীবনের ক্ষনস্থায়ী মোহের পিছনে না দৌড়িয়ে স্বামীজীর আর্দশকে হৃদয়ে অনুবাবন করে, তবে ছোটো ছোটো শিশুদের শিক্ষার কাজ, খাদ্যের সংস্থান ও অসহায় মায়েদের পাশে দাঁড়ানোর মতো সমাজ সংস্কার মূলক কাজ, রূপকথার গল্পের মতই যাদু কাঠির স্পর্শের ন্যায় নিমিশে অগ্রগতির শিখরে অভিসিক্ত হবে।

অসমাপ্ত প্রেমের কাহিনী

জহিরুল ইসলাম
বি.এ. (জেনারেল)

জয়ন্ত আর রজতের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জয়ন্ত যা করে রজত কে জানিয়ে করে আর রজতও জীবনে যা ঝুঁকি নেয় তা সব বলে জয়ন্তকে। ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক দুমাস আগে। জয়ন্ত যে টিউশানিতে পড়ত রজত ও সেখানে আসত পড়তে। সেখান থেকেই তাদের পরিচয়। এই ভাবে তারা এশে অপর কে জানতে পারে। দুজনের মধ্যে খুব মিল ছিল।

রজত আর জয়ন্ত যে টিউশানিতে পড়ত সেখানেই পড়ত জয়ন্তর এক মাসতুতো বোন রঞ্জনা। রঞ্জনাকে দেখে রজতের খুব ভালো লাগে। রঞ্জনা ও রজতকে একটু একটু করে পছন্দ করতে লাগল।

এভাবে কদিন চলার পর রঞ্জনাকে একটি চিঠি দিয়ে বসল রজত। জয়ন্ত এ ব্যাপারে কিছুই জানত না, পরে যখন জানল তখন ওদের প্রেম অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

জয়ন্ত বিশাল চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল। কারণ রজতের বাবা সামান্য একজন প্রাইমারী স্কুল মাস্টার। যা বেতন পান তা মাসিক সংসার খরচ আর ইলেকট্রিক বিল দিতে শেষ হয়ে যায়। হাতে কোনো উদ্‌বৃত্ত টাকা থাকে না যা তিনি তার প্রয়োজনীয় কাজে লাগাতে পারেন। তাই তিনি তার বাড়িতে টিউশানি করিয়ে ছেলেকে লেখাপড়া করান। তার উপরে রজতের মা এই সময় মারা যাওয়ায় ওদের সংসারের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে ওঠে।

অপর দিকে রঞ্জনার বাবা বিশাল ব্যবশায়ী। তিনি ব্যবসায় লাভ ছাড়া অন্য কিছু বোঝেন না। তিনি একটু আলাদা প্রকৃতির। বাড়িতে যখন তখন কাউকে ঢুকতে দেন না এবং রঞ্জনা কোনো ছেলের সঙ্গে মিশুক তাঁর একদমই পছন্দ নয়।

এই সব সত্ত্বেও জয়ন্ত বন্ধুর প্রেমকে মেনে নিল। কারণ সে দেখল তাদের এই সম্পর্কটা মেনে না নিলে তাদের বন্ধুত্বের ভাঙন ধরবে। তাহলে সে আর কোনো দিন রজতকে ফিরে পাবে না। তাই তাদের প্রেমের মধ্যে জয়ন্ত একমাত্র বাঁধ হয়ে রইল। এই রজত ও রঞ্জনার প্রেম খুব গভীর হয়ে উঠল।

একদিন রঞ্জনা রজতের সঙ্গে দেখা না করায় রজত খুব রেগে গেল। রজতের শুধু একটাই কথা মনে হচ্ছিল যে ভালোবাসা শুধু কী এক তরফা। আমি যদি ওর জন্য আমার প্রয়োজনীয় সময়কে ত্যাগ করতে পারি তাহলে ও কী পারে না। এই সব কথা ভেবে রজত খুব মনে মনে ফুঁসতে থাকল। আর এই নিয়ে রজত রঞ্জনার সঙ্গে একটু মন কষাকষি করেছিল।

কিছুদিন পর রজতের সঙ্গে দেখা হলো রঞ্জনা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল। সেই সময় রজত রঞ্জনার হাতটা ধরে ফেলে বলল, "আমাকে তুমি আর কত সাজা দেবে। তোমার সঙ্গে একদিন দেখা না হয়ে সারাটা দিন কেটেছে আমার দুঃখে। আর কত শাস্তি দিতে চাও আমাকে।" রঞ্জনা তখন কেঁদে ফেলল এবং বলল, "আমিও কী তোমাকে ছেড়ে একদিন কাটাতে পারি।"

এবার দুজনের মধ্যে সম্পক আরও গভীরের দিকে নিয়ে গেল। কিন্তু ভালবাসা কোনোদিন চাপা থাকে না। সে তো সামনে আসবেই।

রজত আর রঞ্জনার সম্পর্কের কথাটা রঞ্জনার বাবার কানে উঠল। তিনি এই সব কথা জানতে পেরে মেয়ের উপর খুব রেগে গেলেন। তিনি রঞ্জনার চলাফেরার উপরে বাধা আরোপ করতে লাগলেন। কিন্তু রঞ্জনার এই পাগল মন কী বোঝে। সে অস্থির ভাবে কাঁদতে কাঁদতে তার বাবাকে বলতে লাগল, "আমি রজতকে ছাড়া বাঁচব না। আর আমি যদি বেঁচে থাকি তো একমাত্র রজতের জন্য বাঁচব।"

মেয়ের এই রকম অধঃপতন দেখে রঞ্জনার বাবা ভীষণ রেগে গেলেন। রঞ্জনাকে নিয়ে একটা ঘরে বন্দী করে রাখলেন। তার গম্ভীর ভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এরপর কোথাও না গিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন রজতদের বাড়ির সামনে। এবং খুব জোর কণ্ঠস্বর করে রজতের বাবার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। রজতের বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন কী ব্যাপার এই ভাবে চেঁচাচ্ছেন কেন কোনো দুর্ঘটনা হল নাকী।

দুর্ঘটনা হল না দুর্ঘটনা ঘটাবো। তাই এসেছি। রজতের বাবা বললেন কেন কী হয়েছে। রঞ্জনার বাবা বললেন কী হয়েছে? ছেলেকে শাসন করুন না হলে পস্তাতে হবে। তিনি বললেন কী হয়েছে, আর কী এমন করেছে আমার ছেলে।

আপনার ছেলে আমার মেয়েকে নিয়ে সুখে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছে আর আপনি কছু জানেন না বুঝি? দেখলে তো মনে হয় ভাজা মাছটা উলটে খেতে জানেন না। এখন দেখছি ছেলেকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়ে আমার সম্পদের মালিক হতে চান। তা কোনো মতেই হবে না।

রজতের বাবার তখন খুব রাগ হচ্ছিল কিন্তু তিনি কিছু বললেন না শুধু একটা কথা বললেন, দেখুন আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু চোট লোক নই। আমাদের অর্থের প্রতি কোনো লোভ নেই। আর আমার ছেলে যদি আপনার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে তবে ওকে কঠিন শাস্তি দেব।

রঞ্জনার বাবা তখন বলল হ্যাঁ হ্যাঁ কী করবেন তা আমার জানাই আছে। আপনাদের মুখে শুধু ভালো ভালো কথা আর ভীতরে কাপুরুষের মন। আপনাদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

তারপর রজতের বাবার সে কী কান্না। আজ নিজের ছেলের জন্য অপরের কাছে অপমানিত হতে হল। জীবনে এই প্রথম বার তাঁকে কেউ অপমান করে গেলেন।

অনেকক্ষণ পর রজত বাড়ি ফিরল এবং দরজা খুলতেই চমকে ওঠে। দেখল তার বাবা একটা ধারালো দা নিয়ে বিকৃত আকৃতি করে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

রজতের মুখে আর কোনো কথা সরে না। তবুও সে মৃদু কণ্ঠে বলল কী হয়েছে বাবা। রজতের বাবা তখন দা-টাকে রজতের হাতে দিয়ে তার সামনে মাথা নীচু করে বসে বলল তুই যদি সত্যিই আমার ছেলে হোস তো এখুনি আমাকে মেরে ফেল। রজত অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল কেন তোমাকে কেউ কিছু বলেছে। তখন তার বাবা কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল রঞ্জনার বাবা এসে বলে গেল আমি নাকি তার মেয়ের পিছনে লেলিয়ে দিয়ে তার অর্থের অধিকারী হতে চাই।

এদিকে রঞ্জনার বাবা রঞ্জনার মাকে ডেকে বলল ওকে আর বাড়ির বাইরে না যেন দেখি। আর খুব তাড়াতাড়ি ওর বিয়ের ব্যবস্থা করছি।

ঠিক এই সময় রঞ্জনার একটি বান্ধবী সঙ্গীতা এল তাদের বাড়িতে। রঞ্জনার মা তখন বারান্দায় বসে আছেন। সে জিজ্ঞাসা করল মাসিমা রঞ্জনা কই। তার মা বলল পড়ার ঘরে আছে। সঙ্গীতা ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখল রঞ্জনা নিজের হাত কেটে রজতের নাম লিখছে। সে তখন

রঞ্জনার হাতে একটা রুমাল বেঁধে বলল কী হয়েছে তোর আর কেনই বা এমন করছিস। রঞ্জনা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল সঙ্গীতা আমি রজতকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না। কিন্তু আমার বাবা তা চায় না তাই আমি ঠিক করেছি রজতকে না পেলে আমি আত্মহত্যা করব।

সঙ্গীতা তখন বলল কী যাতা বলছিস রঞ্জনা। এরকম পাগলামী করতে নেই। তোদের প্রেম যদি সত্যিই পবিত্র হয় তাহলে রজতকে ফিরে পাবি একদিন। রঞ্জনা বলল রজতের সঙ্গে তো দেখা হয় না ও যদি আমাকে ভুল বোঝে। সঙ্গীতা বলল না না রজত সব জানে ও তোকে ভুল বুঝবে না। তারপর সঙ্গীতা বলল এক কাজ কর রঞ্জনা তুই আমাদের বাড়িতে কদিনের জন্য চল তাহলে রজতের সঙ্গে দেখা করতে পারবি। কথাটা রঞ্জনার কানে যেতেই সে চমকে গেল। সত্যিই তো, তাহলে তুই আমার মাকে রাজি করা।

তৎক্ষপাৎ সঙ্গীতা রঞ্জনার মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রঞ্জনাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এদিকে রজত গেল জয়ন্তর বাড়িতে। গিয়ে দেখল একটা গল্পের বই পড়ছে জয়ন্ত।

জয়ন্ত রজতকে দেখে অবাক। সে মৃদু কণ্ঠে বলল কী ব্যাপার রজত কতদিন আমাদের বাড়িতে আসিস না। কী হয়েছে বলতো তোর ? আর শরীরের কী অবস্থা করে রেখেছিস। রজত সব ঘটনা গুলি জয়ন্তর কাছে বলল। জয়ন্ত শুনে আর কী বলবে সে শুধু সান্তনা দিতে লাগল।

এমন সময় জয়ন্তর ফোনটা বেজে উঠল। জয়ন্ত ফোনটা রিসিভ্ করে বলল কে বলছেন। ওপাশ থেকে একটা নারী কণ্ঠস্বর বলে উঠল। জয়ন্তদা আমি সঙ্গীতা বলছি। আচ্ছা রজতের কোনো খবর তুমি জান।

জয়ন্ত বলল কে রজত। ও এই তো আমার পাশেই বসে আছে। জয়ন্ত ফোনটা রজতের হাতে দিল। রজত ফোনটা হাতে নিয়ে বলল কে তুমি? অপর দিক থেকে বলল আমি সঙ্গীতা। ও সঙ্গীতা বলো। রজত দা রঞ্জনা আমার কাছে আছে এবং সে তোমায় দেখতে চায়। রজত আগুন্তুকের মতো বলে উঠিল কী রঞ্জনা তোমার কাছে আছে। আমি এখুনি যাচ্ছি।

ইতিমধ্যে রজত হাজির হল সঙ্গীতাদের বাড়ি। গিয়েই রঞ্জনা বলে চেঁচিয়ে উঠল। রঞ্জনা ঘরের মধ্যে গালে হাত দিয়ে বসেছিল। রজতের গলা শুনে একে বারে লাফিয়ে বারান্দায় এল।

রঞ্জনা দেখল অবাক দৃষ্টিতে রজত তার দিকে তাকিয়ে আছে। রঞ্জনা ছুটে গিয়ে রজতকে জড়িয়ে ধরল এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল রজত কেউ ভালো মনে আমাদের প্রেম কে মনে নেয় না কিন্তু রজত আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না। যদি মরতে হয় তো দুজনে একসঙ্গে মরব আর যদি বাঁচি তাহলে একসঙ্গে বাঁচব।

রজত রঞ্জনার কাছে অনেক কথা জানতে এসেছিল। আর তার উত্তর সে রঞ্জনার কথার মধ্যে পেয়ে গেল।

রজত তখন রঞ্জনাকে বলল চলো আমরা দুজনে কোথাও হারিয়ে যাই। যেখানে থাকবে না কোনো বাধা, থাকবে না কোনো শাসন। শুধু রব আমি আর তুমি। সেখানে আমরা স্বপ্নের ঘর তৈরী করে জীবন কাটাব। এই কথা শুনে রঞ্জনা আনন্দের স্রোতে ভাসতে লাগল।
পাশ থেকে সঙ্গীতা বলে উঠল শুধু স্বপ্নের ঘর বাঁধলে তো হবে না। পেটে ভাত চাই আগে। বাস্তব বড় কঠিন। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো।
রজত তখন বলল কিন্তু রঞ্জনাকে যদি আমি না পাই। সঙ্গীতা বলল না না রঞ্জনা তোমার হবেই আর আমি না হয় ওর বাবাকে বুঝিয়ে বলব। রঞ্জনা সঙ্গীতার মুখে কথা গুলো শুনে প্রথমে রাগ হচ্ছিল কিন্তু রূঢ় বাস্তবের কথা ভেবে সে বলল সঙ্গীতা যেটা বলছে ঠিক তুমি আমার বাবার কাছে গিয়ে বলো যে এক্ষুনি তুমি আমাকে বিয়ে করবে না। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবে তারপর।
দু-একদিন পর রঞ্জনার মন খুব ভালো ছিল। তাই এখন পড়ার বই গল্পের বই পড়তে লাগল। এমন সময় সঙ্গীতার ফোনটা বেজে উঠল। সঙ্গীতা দেখল রঞ্জনার বাবা ফোন করেছে যে ফোনটা রিসিভ্ করে বলল হ্যা কাকাবাবু বলুন। সঙ্গীতা রঞ্জনা ভালো আছে। হ্যা কাকাবাবু খুব ভালো আছে। আচ্ছা তাহলে ওকে বৈকালে তৈরী থাকতে বলবে আমি গিয়ে নিয়ে আসব।
রঞ্জনা বাড়ি ফিরে মনটা ভালো লাগছিল না বলে শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।
পরদিন সকালে রজত জয়ন্তর বাড়ি এল। তারপর জয়ন্তর সাথে সব কথা গুলি বলার পরে সে বলল তুই কিছু চিন্তা করিস না আমি কাকাবাবু কে বুঝিয়ে বলব।
রঞ্জনার বাবাও রঞ্জনার জন্যে ভালো পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন।
কয়েকদিন পর জয়ন্ত রঞ্জনাদের বাড়িতে এল। দেখল রঞ্জনার বাবা বারান্দার সোফায় বসে আছে। রঞ্জনার বাবা তার দিকে তাকিয়ে বলল এসো এসো জয়ন্ত কী ব্যাপার। আর কী মনে করে। জয়ন্ত বলল আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল কাকাবাবু তাই এলাম।
তিনি বললেন আমার সঙ্গে কী কথা আবার। জয়ন্ত রঞ্জনার বাবার ঠিক সামনে বসে বলতে লাগল দেখুন কাকাবাবু যা হওয়ার হয়ে গেছে আর রজতের উপর রাগ করে থাকবেন না ও খুব ভালো ছেলে। তিনি তখন বললেন তুমি এই কথা বলতে এখানে এসোছো। জয়ন্ত বলল না কাকাবাবু রজত নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। আর ওরা দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসে। রঞ্জনার বাবা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন দেখো জয়ন্ত তুমি আমাদের বাড়ির ছেলে বলে তোমাকে কিছু বললাম না। আর তুমি রজতের কথা বলছ আমি কোনোক্রমে একটা রাস্তার বাউন্ডুলে ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না। আর ভালোবাসার কথা বলছ ভালোবাসাটা বাসা পর্যন্ত পৌছবে না তার আগে মুখ থুবড়ে পড়বে। বাস্তবকে কোনোদিন সামনাসামনি দেখেছে ওরা। জয়ন্ত আর কোনো কথা বলল না ওখান থেকে ফিরে আসল।

কিছু দিন পর রঞ্জনার বাবা রঞ্জনার মাকে ডেকে বললেন রঞ্জনার জন্যে একটা ছেলে দেখেছি এবং ছেলেটা আমার খুব পছন্দ। আর যত তাড়াতাড়ি পারি ওদের বিয়েটা দিয়ে দেব।
এই সব কথা গুলি রঞ্জনা শুনছিল জানালার পাশ দিয়ে। সব কথা শোনার পর সে একেবারে পাগলের মতো হয়ে উঠলো।
সেইদিন সন্ধ্যা বেলা রঞ্জনা তার বাবার সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে তর্ক বিতর্ক করছিল। ঠিক সেই সময় রঞ্জনার বাবার বুকে ব্যাথা ওঠে এবং তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না সেইখানেই ঢলে পড়লেন।
তৎক্ষপাৎ ডাক্তার ডাকা হল। তারপর বুকটা অনেকক্ষণ চেকাপ্ করার পর রঞ্জনার মাকে বাইরে ডাকলেন। রঞ্জনাও তাদের পিছন পিছন গেলেন। ডাক্তার বাবু বললেন মৃণালবাবুর শরীরের অবস্থা তেমন ভালো নয়। ওনার হার্টটা খুব কম জুরি হয়ে গিয়েছে। আসলে কোনো কারণে খুব টেনশন নিয়ে ফেলেছেন। আর তার ফলেই এই অবস্থা। এখন যতটা পারেন ওনাকে বিশ্রাম করতে দিন। আর কেটা কথা কোনোক্রমে ওনাকে উত্তেজিত করবেন না। না হলে আরও বড়ো বিপদের আশঙ্কা। এই বলে ডাক্তার বাবু বেরিয়ে গেলেন।
রঞ্জনার মা কাঁদতে কাঁদতে রঞ্জনার দুটি পা জড়িয়ে ধরে বললেন আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিস না। রঞ্জনা তখন হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। সেই সময় রঞ্জনার মা হাতটা মাথার উপর রেখে বললেন রঞ্জনা তুই আমার মাথার হাত রেখে শপথ কর তোর বাবা যা বলবে তা শুনবি।
রঞ্জনা অবাক দৃষ্টিতে তার মায়ের দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগল। কারণ একদিকে তার বাবা অন্যদিকে তার প্রেম। কোনটা বাঁচাবে সে। তাই সে আর কোনো কথা না বলে কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলল মা তোমরা যা বলবে তাই হবে।
কিছু দিন পর মৃণাল বাবু সুস্থ হয়ে উঠলেন। আর তার পরেই রঞ্জনার বিয়েও ঠিক করে ফেললেন। কিন্তু রঞ্জনা আর কিছু বলছে না। সে শুধু কেঁদেই চলেছে।
এদিকে রজতের কানে খবরটা যেতেই সে উন্মাদ হয়ে উঠল। সে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছে না। তার জীবনের এক এক মুহূর্ত কে যেন এসে বলে দিয়ে যাচ্ছে রঞ্জনা তোমার নয় রঞ্জনা অন্যের। তার উপরে আর কোন অধিকার নেই তোমার। সে তখন পাগলের মতো হয়ে উঠে রঞ্জনাদের বাড়ির দিকে দৌড় দিল।
তারপর রঞ্জনাদের বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে রঞ্জনার নাম ধরে জোরে জোরে চেঁচাতে লাগল। রঞ্জনা ঘরের মধ্যে বসেছিল। বাইরে আসতে তার একটুও মন চাচ্ছিল না কিন্তু তাকে আসতে হলো। তখন রজত তাকে দেখে অবাক দৃষ্টিতে বলতে লাগল রঞ্জনা তুমি যে বলেছিলে আমরা বাঁচব দুইজন একসাথে আর মরব দুজন একসাথে। তাহলে এখন কেন এত নিষ্ঠুর হলে। রঞ্জনা বলল

সে আমি যখন বলেছিলাম তখন বলেছিলাম। আর আমি তো কদিনের জন্যে তোমার সঙ্গে একটু সময় কাটাতে চেয়েছিলাম আর তুমি সত্যি ভেবে নিলে। রজত বলল তাহলে এতদিন আমার সঙ্গে যা বলেছো আর যা করেছো তা সব অভিনয়। রঞ্জনা তখন বলল হ্যাঁ হ্যাঁ অভিনয় তোমার মতো ছেলের সঙ্গে অভিনয় ছাড়া আর কী করা যায়।

রজত তখন কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল হে নিষ্ঠুর বিধাতা তুমি মানুষ পাঠিয়ো কিন্তু মানুষের মনে প্রেম ভালোবাসা দিয়ো না। তা হলে তারা এই মায়াবিনীদের হাত থেকে রেহাই পাবে না। তাদের জীবন একেবারে তছনছ হয়ে যাবে। এই বলে সে কাঁদতে কাঁদতে রঞ্জনাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

রঞ্জনা ঘরের মধ্যে এসে সঙ্গীতার বুকে মাথা রেখে হাউ হাউ কাঁদতে কাঁদতে থাকে আর বলে সঙ্গীতা আমি কী চেয়েছিলাম আর কী হয়ে গেল। রজতের চোখে সারা জীবনের জন্য আমি দোষী হয়ে গেলাম।

রজত বাড়ি ফিরে দেখে জয়ন্ত তাদের বাড়িতে বসে আছে। তখন রজত অশ্রু ভরা চোখে জয়ন্তকে বলতে থাকে ভাগ্য আমার সাথে পরিহাস করেছে জয়ন্ত। যাকে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে আপন বলে মনে করতাম সে আজ নিষ্ঠুর মানবী। রজতের এই বেদনা যুক্ত কথা শুনে জয়ন্তর ও চোখে জল নেমে আসে। রজত জয়ন্তকে বলতে লাগল আচ্ছা জয়ন্ত কী খেলে বুকের জ্বালা মেটানো যায়।

তারপর রজতের অধঃপতন শুরু হয়ে যায়। সে মদ খাওয়া শুরু করে। রাত্রে সে কোনোদিন বাড়ি ফেরে না এই মদ খাওয়ার জন্য। তারপর রজতের বাবা ও জয়ন্ত তাকে অনেক বোঝাবার পরেও সে শোনে না। বরং মদ খাওয়ার পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। তার ফলে সে অবনতির মুখে পড়ে। রঞ্জনা চলে গেল স্বামীর ঘরে। কিন্তু তার মন কোনোদিন ভালো থাকে না। রঞ্জনা স্বামীর ঘরে থাকলেও তার মনকে কোনোদিন স্থির রাখতে পারে না। এই ভাবে তার জীবন চলতে থাকে।

একদিন রজত বাড়ির বারান্দায় বসে আকাশের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। আর চোখের জল ফেলছিল। ঠিক সেই সময় রজতের পেটে ভীষণ ব্যাথা হতে লাগল। আর সে তখন কাতরাতে কাতরাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ছেলের এই অবস্থা দেখে রজতের বাবা চেঁচামেচি শুরু করে দিল। তারপর পাড়ার প্রতিবেশীরা এসে রজতকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করেছিল। রজতের চিকিৎসা চলছে। জয়ন্ত নিথর অবস্থায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে আজ আর কোনো কথা নেই। সে একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। সেই সময় ডাক্তার বাবু বেরিয়ে রজতের বাবাকে ডাকলেন। রজতের বাবা ডাক্তারের পেছন পেছন পাশের ঘরে গেল সঙ্গে জয়ন্তও। ডাক্তার বাবু রজতের বাবাকে বললেন আপনার ছেলের অধিক মদ খাওয়ার কারণে ওর দুটো

কিডনিই খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই I am Sorry. আমাদের কিছুই করার নেই। এই বলে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। রজতের বাবা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আর জয়ন্ত রজতের বাবাকে স্বান্তনা দিতে লাগল।

" কিছুদিন পর "

রজতের জীবন যখন শেষ পরিণামের দিকে। এবং শারীরীক অবস্থা তখন একবারে শোচনীয়। জয়ন্ত তখন রজতের সামনে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। রজত তখন জয়ন্তর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল জ-য়-ন্ত আমি ভেবে ছিলাম তুই আর আমি এক সঙ্গে বাঁচব, এক সাথে জীবন কাটাবো। কিন্তু সে আমার ভাগ্যে নেই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আবার যেন এই পৃথিবীতে তোর বন্ধু হয়ে আসতে পারি। আমার সাথে বন্ধু করবি তো জয়ন্ত। জয়ন্ত আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না জোরে কেঁদে উঠল।

রজত তখন জয়ন্তকে বলতে লাগল আমি যদি না থাকি তাহলে আমার বাবাকে একটু দেখিস। আর আমার একটা উপকার করবি। সে বলল কী বল। রঞ্জনার সঙ্গে আমার একটু দেখা করিয়ে দিবি। আমি শেষ একবার ওকে দেখতে চাই। জয়ন্ত তখন কাঁদতে কাঁদতে রঞ্জনার কাছে ফোন করল অপর ফোনটা রিসিভ করল রঞ্জনার স্বামী। জয়ন্ত বলল একটু রঞ্জনাকে দিন না। রঞ্জনা ফোনটা ধরতেই জয়ন্ত বলল রঞ্জনা রজত তোমাকে একটু দেখতে চায়। একটু কষ্ট করে আসতে পারবে। আমি জানি তুমি এখন পরস্ত্রী। তোমার যে কোনো পদক্ষেপে বাধা আছে। তবুও বলছি সেই বাধা ভেঙে রজতের জীবনের হৈ শেষ পর্যায়ে একবার ওর সঙ্গে দেখা করো। রঞ্জনা তখন ফোন ধরে কাঁদছে। জয়ন্ত আরও বলল তুমি তো বলেছিলে এতদিন রজতের সঙ্গে এতদিন অভিনয় করে এসছো। আজ না হয় আমার অনুরোধে একটু সত্যিকারের অভিনয় করবে রঞ্জনা তখন কাঁদতে কাঁদতে ফোনটা রেখে দিল।

রজত তখন অপেক্ষা করছে রঞ্জনার জন্যে। সে একবার তাকে দেখতে চায়। তাকে দেখে তার মনের সব রাগ মুছে ফেলতে চায়। কিন্তু সময় ততক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করল না। রজত তখন বুঝতে পারল যে তার সময় আর বেশিক্ষণ নেই।

রজত তখন জয়ন্তকে বলল আমাকে কাগজ কলম দিবি। তার পর কী যে সব লিখল কাগজে। ঠিক সেই সময় রজতের শরীর আরও খারাপ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে।

সেই সময় রঞ্জনা এল। রজতের বাবা তখন বাইরে বসে কাঁদছে। রঞ্জনা বলল কাকাবাবু রজত কেমন আছে। তিনি তখন বললেন প্রেম আমার ছেলেকে আমার জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে। রঞ্জনা তখন রজত বলে জোরে চেচিয়ে উঠল। আর রঞ্জনার এই আওয়াজ শুনতেই রজত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

রঞ্জনা যখন ঘরে ঢুকল রজত তখন মৃত্যু বরণ করেছে। তার হাতে একটা চিঠি।
চিঠিতে লেখা আছে - রঞ্জনা আমাদের দুজনের আর মিলন হল না। আমাদের প্রেম অসমাপ্ত রয়ে গেছে। জীবন পথে পাড়ি দিয়ে আমরা জয়ী হলাম না। তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করী এর পরের জীবনে যেন তোমার সত্যিকারের প্রেমিক হয়ে আসতে পারি।
রঞ্জনা চিঠিটা পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।
আর জয়ন্ত শুধু একটাই কথা ভাবছে আমার জীবনের বন্ধুত্ব দিকটা অসম্পর্ণ রয়ে গেলো। এই কথা ভেবে সে কেঁদেই চলেছে।

"বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রলয় আসন্ন ২০১২"

সঞ্জনা দত্ত
বি.এস.সি (সাম্মানিক বিভাগ)

২০১২ সালের শেষের দিকে প্রলয় আসন্ন। এমনই ভবিষ্যবাণী আছে বিভিন্ন ধর্মমতে। বিভিন্ন সময়ে প্রলয় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয়ে এই ধারণাটিকে আরোও দৃঢ়তর করেছে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এই ধারণাটি মানব সম্প্রদায়ে একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

প্রকৃত পক্ষে এই মহাপ্রলয়ের ঘটনা নিয়ে গবেষণা করতে বর্তমান বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত। প্রকৃত পক্ষে কি কি ঘটতে পারে তারই একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

জীবজগৎ সৃষ্টির তুলনায় মানব সভ্যতার ইতিহাস নিত্যান্ত নাতিদীর্ঘ। পাঁচ - ছ হাজারের বেশি নয়। মানুষ অনান্য প্রাণী সম্প্রদায় থেকে উন্নত জীব। তাই মানুষ যত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত হতে লাগল, ততই পরিবেশ অত্যাচারে জর্জরিতহতে লাগল।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও পরিবেশের সংকট ঃ-

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশগত বহুবিধ সমস্যার অন্যতম হল পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'। পৃথিবীর এই ক্রমবর্ধমান উষ্ণতার জন্য ; দায়ী মানুষই। মানুষ নিজের সুখ - স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথেচ্ছ ভাবে শক্তি হিসাবে তেল ও কয়লা ব্যবহার করছে। ফলে বাতাসে বিপুল পরিমাণ মিশছে কার্বণ-ডাই-অক্সাইড (Co_2) গ্যাস, যা গ্রীন হাউস গ্যাসের প্রধান অংশ। এই গ্যাস ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত তাপ রশ্মিকে শোষণ করে অথচ তাপ রশ্মিকে বাইরে বেরিয়ে যাবার পথ করে দেয় না। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ওজোন, ও জলীয় বাষ্প ইত্যাদি গ্রীন হাউস গ্যাসে উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ।

১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা সম্মেলনে বিজ্ঞানী সম্প্রদায় উল্লেখ করেছেন, ও বছরই পৃথিবীতে ৭০০ কোটি টন কার্বন-ডাই-আইড (Co_2) গ্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রশ্ন এই বৃদ্ধির পরিণাম কি হতে পারে?

মেরুপ্রদেশের সঞ্চিত বরফের ৮০ শতাংশ গলে যাবে। উত্তর মহাসাগরের ৪০ শতাংশ বরফ ইতিমধ্যে গলে গেছে। ভবিষৎ এ সমুদ্র পৃষ্ঠ ১ মিটারের বেশি উঁচু হলে নিমজ্জিত হবে বহু উপকূল অঞ্চল ও বহু দ্বীপ। আর কী কী হতে পারে? এক ।। সমতল অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমান কমবে, ফলে খরা বাড়বে। দুই ।। বিগত সব রেকর্ডকে অতিক্রম করে যাবে উষ্ণতার বৃদ্ধি। তিন ।। পোকামাকড়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটবে। চার ।। নতুন নতুন রোগের প্রকোপ বাড়বে। পাঁচ ।। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য ধংসের মুখোমুখি হবে। ছয় ।। সাগর জলের স্ফীতির কারণে পৃথিবীর ৫০ শতাংশ মানুষ বাস্তুহারা হবে। সাত ।। শুধু আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত বাড়বে না, বাড়বে সাইক্লোন, টাইফুন, হ্যারিকেন, টর্নেডো প্রভৃতি ঝড়ের প্রাবল্য। আট ।। আবহাওয়ার ঘন ঘন পরিবর্তিত হবে। মানব সমাজ ও তার বহু শ্রমার্জিত সভ্যতা এভাবে ধংসের মুখোমুখি হতে পারে।

সিনেমা জগৎ এ ২০১২ ঃ-

প্রলয়ের যাবতীয় সম্ভাবনা নিয়ে তৈরী ২০১২ নামে একটি সিনেমা। যদিও বৈজ্ঞানিক ধারণার পরিবর্তে পুরোপুরি কাল্পনিক একটি বিষয় বস্তুকে ভিত্তি করে তৈরী। বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। সুতারাং ভয় পাবার মতন প্রলয় নাও হতে পারে। কারণ বিজ্ঞান এমন মহা প্রলয়ের সংকেত দিচ্ছে না। সুতারাং আমাদের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই থাকবে।।

"চুটকী"

মুন্নি নস্কর
বি.এ (অনার্স) রোল - ৮৬

১) ডেটলের ব্যবহার ঃ কয়েকদিন আগে টিভিতে (অ্যাড) বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। আপনারা কী ভাবে ডেটল ব্যবহার করেন তা আমাদের চিঠির মাধ্যমে জানান। সেখান থেকেই একটি চিঠি আমি আপনাদের শোনাচ্ছি।

চিঠি পাঠিয়েছেন ঃ মিসেস ক্ষান্ত মনি সরলা বালা দেবী।
তিনি চিঠি পাঠিয়েছে খিটি মিটিপুর থেকে।
তিনি বলছেন ডেটলে ব্যবহারের ফলে আমি আজ ভীষণ সুখি।

১) আমার স্বামীর মুখে এত দূর গন্ধ বেরোত যে মশা, মাছি বসতে ও ভয় পেত। ডেটলের ব্যবহারের ফলে এখন একটা দুটো মশা, মাছি বসে।

২) আমার শ্বশুর মশাই চোখে ভাল দেখতে পেতেন না ডেটল দিয়ে চোখ ধোয়ার পর এখন সব বেশি বেশি দেখেন।

৩) আমার শাশুরি মায়ের মাথায় চুলের থেকে উকুন বেশি ছিল। ডেটল দিয়ে মাথা ঘসে দিয়েছিলাম এখন মাথায় চুল আর উকুন কিছুই নেই।

৪) আমার ননদ পেট খারাপের রুগি ওকে এক বোতাল ডেটল খাইয়ে দিলাম এখন সে হাতির খাবার খায় আর পেট খারাপ হয় না।

ডেটলের ব্যবহারে আমি এবং আমার পরিবার খুব সুখি। আপনারাও ব্যবহার করুন আপনারাও ফল পাবেন।

ইতি
মিসেস ক্ষান্ত সরলা বালা দেবী

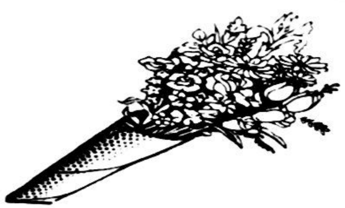

৩) সমীর বাবুর স্ত্রী সকাল থেকে পেট্রল খেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। সমীর বাবু তার স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তার খানায় গেলেন। ডাক্তার বাবু বললেন 'কী হয়েছে'? সমীর বাবু বলেন ডাক্তার বাবু আমার স্ত্রী পেট্রল খেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ডাক্তার বাবু বললেন 'চিন্তার কোনো কারণ নেই পেট্রল ফুরিয়ে গেলে থেমে যাবে'।

৪) শ্বেতা কদিন হল একটা ছোট্টো বিড়াল পুশেছে। আজ সকাল থেকে তাকে খুজে না পেয়ে শ্বেতা খুব কাঁদছে। তখন তার বন্ধু পূজা এসে বললো 'কীরে কী হয়েছে তোর'? শ্বেতা বললো 'আমার পুশিটা হারিয়ে গেছে'। পূজা বললো একটা নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন দে না। শ্বেতা বললো 'ও যে পড়াশোনা জানে না পরতে পারবে না'।

কবিতা

সুন্দর পৃথিবী

মোঃ হাকিমুল ইসলাম
বি.এ (জেনারেল) রোল - ৫১৯

আমরা এই সুন্দর পৃথিবীকে নিয়ে
স্বপ্ন দেখি রাশি রাশি
তাইতো মোরা জীবন দিয়ে
এই পৃথিবীকে ভালোবাসি।
মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে
দেখছি মোরা অনেক কিছু
মানুষ ছুটছে কেবল
বাস্তবের পিছু পিছু।
পৃথিবীতে প্রত্যেক জিনিস
সৃষ্টি করেছেন বিধাতা
তাইতো মোদের সবার উচিত
তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা।
পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের উচিত
জীবন গড়ে তোলা
আর জীবনকে গড়ে তুলতে
দরকার কঠিন প্রচেষ্টা।
সুন্দর ভাবে বাঁচতে হবে
এই পৃথিবীর পরে
তার পরে তো হৃদয় ভবে
স্বপ্ন উঠবে জেগে।

আশার টিয়া

ফিরোজ সরদার
বি.এ (জেনারেল) রোল - ৫২০

আশা করে পুষে ছিলাম
একটি টিয়া পাখি
কোন কারনে পাখি আমার
দিয়ে গেল ফাঁকি।
আশা ছিল পাখিটি কে
শেখাবো আমি ভাষা
সুন্দর করে শেখাবো আমি
নতুন নতুন কথা।
ছাড়া পেয়ে পাখিটি আমার
কোথায় গেল চলে
কোথায় গেলে পাব আমি
সোনার পাখি টিকে।
বলব আমি তার সাথে
আমার দুঃখের কথা
চলে গেল পাখি আমায়
একা ফেলে রেখে।
দোয়া করি পাখি যেন
আসে আবার ফিরে
আসতে যদি না চায় সে
থাকে যেন চীর সুখে।

ভোরের পাখি

অজয় কুমার মাহাতো
বি.এ (জেনারেল)

ডাকছে আমায় ভোরের আকাশ
ডাকছে ভোরের পাখি,
তাকিয়ে দেখি সকাল হলো
খুললাম দুটি আঁখি।
দরজা খুলে তাকিয়ে দেখি
অবাক হয়ে সব
বলল আমায় ভোরের পাখি
জানায় সুপ্রভাত।
ভোরের আলো ডাকছে আমায়
খুশির তালে নেচে,
মনের আলো জাগিয়ে এবার
থাকবো আমি বেঁচে।
ডাকছে এবার ভোরের কোকিল
বিদায় নেবে নিশি,
বিদায় নিল চাঁদের আলো
এবার ওঠো জেগে।
কর্ম আমায় ডাক দিয়েছে
কৃষি দিয়েছে ভাত,
শিক্ষা আমায় জ্ঞান দিয়েছে
বুদ্ধি দিয়েছে বল।
উঠবো জেগে পাখির ডাকে
রইবো না আর দূর্বল।

মা হারা

মিরাজুল ইসলাম
বি.এ (জেনারেল) রোল - ৭৪৭

স্বপ্নের মাঝে তুমি যে মা
দেখা দিলে মা
কোথায় গেলে মা গো তুমি
আর তো এলে না।
যে দিন তুমি চলে গেলে
আমার কাছ থেকে
সেদিন থেকে হলাম পাগল
তোমাকে না দেখে।
তোমাকে না পেয়ে মা গো
হলাম দিশে হারা
তোমাকে তাই দেখার জন্য
আমি পাগল হই।
ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখি
তুমি এসেছো কাছে
ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখি
তুমি নাইকো পাশে।
এখন আমার চোখের জলে
বুক যে শুধু ভাসে,
একলা ঘরে তাইতো আমি
বসি থাকি রাতে।

মনের অন্তকথা

নুরইসলাম মোল্যা
বি.এ (জেনারেল) রোল - ৮৭৫

মনের মাঝে থাকে অন্তকথা
আমায় ডেকে বলো না
তোমার গোপন কথা।
মন বলে সব কথা
আমি বলি শেষ কথা
ভাবি সেতো এক কথা।
আমি বলি আর এক কথা
কষ্ট হলে দুঃখের ধারা
মিষ্টি হলে সুখের ধারা
দুষ্টু হলে সৃষ্টি ছাড়া
'শান্তি চাহি'
এটাই হল মানুষের মনের অন্তকথা

পড়াশুনো

ওমর ফারুক মোল্যা
বি.এ (জেনারেল) রোল - ৪২৩

পড়তে হবে পড়তে হবে
পড়তে হবে ভাই
পড়াশুনো না শিখলে
মরতে হবে ভাই।
পড়াশুনো শিখলে রে ভাই
জ্ঞানের ভান্ডার হয়
পড়াশুনো না শিখলে রে ভাই
মূর্খ অবোধ হয়।
পড়াশুনো শেখরে ভাই
বাঁচতে যদি চাও
আর মরতে যদি চাও রে ভাই
বিদ্যা শিক্ষা বাদ দাও।
বুঝতে পারবে বড়ো হলে
শিক্ষার ফল
পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে
করলাম কী ভুল।

অপেক্ষা

আশিষ নস্কর
বি.এ (জেনারেল) রোল - ৪৬৭

প্রথম দেখায় তোমায় আমি ভালোবেসেছি
তোমায় নিয়ে নিঝুম রাতে স্বপ্ন দেখেছি
সূর্যমুখী ফুলের মাঝে তোমায় দেখেছি
তোমায় পাওয়ার আশায় আমি
নিরব থেকেছি
মনের মাঝে তোমার ছবি বন্দি করেছি
তোমার চোখের চাউনিতে মন
হারিয়ে ফেলেছি
যে চাওয়া পাওয়া হয় তোমার ইশারায়
তুমি ছাড়া সহ আশা বৃথা পরে রয়
তোমায় নিয়ে যে আশা বেঁধেছি এ মনে
কবে তা সত্যি হবে জানবে আপন
জনে
রাতের শেষে সূর্য ওঠে দিনের শেষে তুমি
ভোরের বেলায় ডাকে কোকিল ওগো চোখের
মণি
আশায় আছি বসে আছি
তোমার অপেক্ষায়, কবে তুমি
লিখবে চিঠি আমার
ঠিকানায়।

জননী বঙ্গভূমি

মোঃ হাসানুর জাবান মোল্যা
বি.এ (জেনারেল) রোল - ২২

এপার বাংলা ওপার বাংলা, বাংলা আমার জন্মভূমি
সেই বাংলার জগৎ জুড়ে আমরা আছি স্বর্গভূমি।
এই মাত্রী ভূমিকে রক্ষা করতে গিয়ে কত বিপ্লবীরা গেছে অস্ত চলে
আজ তাদের রক্ত রঙে এই মাত্রীভূমিতে তাদের ছবি আঁকা।
তাই নয়ন জুড়ে তাকিয়ে আছি তাদের দিকে কখন আসবে তারা ফিরে মাতৃ ভূমির বক্ষে।
বীজয় লক্ষ্মী দেব তাদের গলে।
আজও জাগিবে তারা মৃত্যু পর্বত ভেদ করে মাতৃভূমির কলে
ভেঙে ফেলবে সম্রাজ্যের ঝুঁটি জাগিয়ে তুলবে তারা মাতৃভূমি
অন্যাইকে ফেলিবে ঝেড়ে সত্যকে তারা ডেকে নেবে।
আজ ও ঘুমিয়ে পড়েনী সিন্দু - হিমালয়।
প্রভাত প্রহরী রয়েছে মাতৃ ভূমির দিকে চেয়ে।
যখন আসিবে তারা ফিরে, জাগিয়ে তুলবে মাতৃভূমিকে।

আমাকে লজ্জা দেয়

মীরা মাহাতো
বি.এ (অনার্স) রোল - ৪৯০

আমাকে লজ্জা দেয়
যারা পায় না
দারুন ক্ষুধায় এক মুটো ভাত
শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় যারা
ফুটপাতে কাটায় রাত।
হাড় কাঁপানো শীতে
যারা ছেঁড়া নেতায়
ঢাকতে পারে না
তাদের জরাজীর্ণ শরীর
তখনই কী ভীষণ
লজ্জা দেয় আমাকে
আর যখন জলে ভরা চোখ দিয়ে
ক্ষুধার জ্বালায় তাকিয়ে থাকে
বিলাস বহুল মানুষের
রকমারী খাবারের দিকে।
আর তখনই কী ভীষণ
লজ্জা দেয় আমাকে।

প্রেমের স্বরূপ

ফিরোজ আহমেদ
বি.এ (অনার্স) রোল - ২৯৭

প্রিয় প্রেম, তুমি দাড়াও দ্দরে
তোমার স্বরূপ প্রকাশিত
আজ সভ্য সমাজ দর্পণে।
তুমি বারে বারে এসেছো ফিরে,
মৃত্যু দ্দত হয়ে,
ধনী দরিদ্রের বৈষম্য তীরে।
তুমি এসেছ নীরবে, ভিন্ন ছলে
বিনাশক কাল বৈশাখী হয়ে,
দুটি জাতি ধর্মের বিভেদ তলে।
তুমি এসেছ চিরশত্রুর বদ্ধ নীড়ে,
জ্বলন্ত চিতা হয়ে
সভ্য সমাজের কলঙ্কের ভীরে
তুমি জানো ? তোমার সৃষ্টি গনে
অকালে করেছে হরণ,
কত তরুন তুনীর প্রাণ।
তুমি জান ?
কত মায়ের কোল
অনায়াসে করে চলেছে শূন্য
তুমি তৃষ্ণার্ত শোষক, অতৃপ্ত পাষাণ
অনেক তাজা রক্ত
হাসি মুখে করেছ পান।
তুমি অনেক হত্যার আসামী
রক্তাক্ত ইতিহাসের পূজারি,
তুমি অতিত, তুমিই আগামী
তুমি মায়েদের জ্বালা যন্ত্রনার প্রতীক
শান্তি স্বপনের বিষ
তোমাকে ধিক, শতবার ধিক।।

আর কেটনা গাছ

পঙ্কজ সরদার
বি.এ (অনার্স) রোল - ৩৮

দাও ফিরিয়ে এ নগর,
দাও ফিরিয়ে সে তপবন।
যুগে যুগে বাড়ছে মানুষ
কাটছে কতো গাছ।
বন একদিন হারিয়ে যাবে
পাবো না কেউ তার তলাস।
ঈশ্বরকে ডাকো তপস্যা করো
ফিরবে না আর সে বনে।
বোনের প্রাণীরা করবে
দুঃখে আহড়ণ।
আর কেটনা বন, আর কেটনা বন।
হারাবে কত গাছ, কতো বনের প্রাণি
কতো বনের সমাজ।
পৃথিবী ধ্বংস হবে আর বাঁচাতে পারবে না
এ মানুষ্য সমাজ।
আর কেটনা গাছ, আর কেটনা গাছ।।

মোদের স্বপ্ন

মারুফা খাতুন (পাপিয়া)

বি.এ (জেনারেল) রোল - ২২৯

শিক্ষকদের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা
দেশের কাজে লাগব
স্বপ্ন আমাদের অনেকটা,
সমাজ সেবা করব।
সমাজ সেবার মাধ্যমে আমরা,
N.S.S কে সবার সম্মুখে তুলে ধরব।
শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে,
শিশু শ্রমকে দূর করব।
নর্দমাকে পরিষ্কার করে,
ভয়াবহ রোগ ব্যধী মুক্ত করব।
নোংরা আর্বজনা পরিষ্কার করে,
শরীর চর্চা করব।
অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে,
উৎসাহ দেব।
নদীতে সন্ত্রাস ভাসিয়ে দিয়ে
মানুষের হৃদয়ে হাসি ফোটাব।
আমরা মনের সাহস নিয়ে,
সমস্যাকে দূর করব।
দায়িত্ব আছে আমাদের অনেকটা
সফল আমরা করব।
সেই সফলের মাধ্যমে আমরা
N.S.S এর সম্মান বাড়াব।

শিক্ষা

মোঃ কবিরুল মোল্যা

বি.এ (জেনারেল) রোল - ১০০

শিক্ষা মোদের জ্ঞানের আলো
মোদের নিত্য কালের সাথী
শিক্ষা যদি নাইবা থাকে
ফিরবে না মোদের সুমতি।
শিক্ষা মোদের বৃহৎ হতে শেখায়
কাটায় জীবনের ঘোর অন্ধকার
শিক্ষা যদি না থাকে ভাই
কাটবে না ভাই মৃত্যু পর্যন্ত হাহাকার
শিক্ষা মোদের মনের খাদ্য
অন্তরে পরিপুন্য করে জ্ঞানের ভান্ডার
শিক্ষার দ্বারা পরিপূন্য হয়
আবাল বৃদ্ধ বাপতা সবার।
শিক্ষা মানে নাইকো শুধু ডিগ্রি অর্জন
নাইকো মোদের আত্ম গরিমা,
শিক্ষা হল মানুষের সর্বকালের
জীবন চলার পরিক্রমা
শিক্ষা দ্বারা দূর হয়ে যায়
মোদের সব জড়তা।
শিক্ষাই মোদের শিখিয়ে দেয়
বেচে থাকার কঠরতা।
শিক্ষা যদি যথা সময়ে
মূল্য হীন কর সবাই
জীবনের পরবর্তী কাল গুলো
কাটবে সর্বদা বৃথাই।

বন্য পাখী

আনচ্ছার তরফদার
বি.এস.সি (অনার্স) রোল - ৪

ওগো ও বনের বুনো পাখী
তোর মনে দরদ নেই রে
তোর মনে দরদ নেই।
আমি মন দিয়ে
তোর মন পেলাম না
পেলাম শুধু আঘাত।
ওগো ও বনের বুনো পাখী
তোর মনে দরদ নেই রে
তোর মনে দরদ নেই।
বনের ওই বন্য পাখী
পোষ মানে না
জানা ছিল না
জানলে যে তোরে ভালোবেসে
আমি মন দিতাম না।
ওগো ও বনের বুনো পাখী
তোর মনে দরদ নেই রে
তোর মনে দরদ নেই।
তোর মনে আছে যে
শুধুই মিথ্যা ছলনার বাসা
ভালোবাসার ছল করে
সুযোগ পেয়ে
কেন গেলি উড়ে।
খাঁড়া যে আমার শূন্য হয়ে
রইল আঙিনাতে।
ওগো ও বন্যের বুনো পাখী
তোর মনে দরদ নেই রে
তোর মনে দরদ নেই।
আমি জাত পাত সবিই দিলাম
তোর দুটি পায়ে
তবু ও যে তোর মন পেলাম না
এখন করি কি উপায়।
মনের দুঃখ মনে রেখে
যাব চলে ওই নীল গগনে
তবুও যে মনের দোয়ার
রাখবো খুলে
তোরেই অপেক্ষাতে
তোরেই অপেক্ষাতে.............।

গাছ কেটো না

সেখ সাহালম
বি.এ (জেনারেল) রোল - ১০৫

গাছ কেটো না, গাছ কেটো না
দাদা দিদি ভাই
জীবের বন্ধু বৃক্ষ
তুলনা তার নাই।
অক্সিজেন ঐ গাছই ছাড়ে
বিশ্বের প্রাণী বেঁচে আছে
নিঃশ্বাসে প্রবেশিয়া।।
গাছ কাটসে অনা সৃষ্টি
হবে জগৎ মাঝে
পশু পক্ষীর মরণ হবে
প্রখর রৌদ্রের তেজে।।
গাছের আকর্ষণে বৃষ্টি
হয় ধরণীর বুকে
বিশ্ব জগৎ সুখে থাকে
জীব কুল থাকবে সুখে।।

প্রজাপতি

পঙ্কজ সরদার
বি.এ (অনার্স) রোল - ৩৮

নাম তার প্রজাপতি কতই না সুন্দর,
সারা দিন উড়ে বেড়ায় এ গাছ ও গাছ
কেবল মেলে দুখান পাখনা।
আর রঙবে রঙের পাখা যখন মেলে যায়,
মনে হয় যেন আকাশের রামধনু
নেমে এসেছে গাছের পাতায় পাতায়।
সামনে দিয়ে উড়ে যায় মনে হয় স্বর্গের পরি
সারাদিন করে নাচানাচি
কেবল ফুলের পাপড়ি ধরি।
ফুল তার সঙ্গের সাথি,
ফুল তার ঘর
ফল ছাড়া সে আর অন্যকারোর নয়।

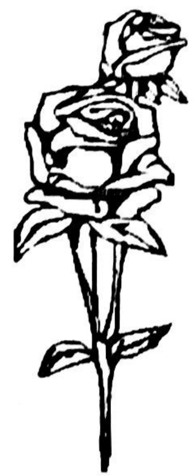

শুধু আশা

ফিরোজ হোসেন

বি.এ (জেনারেল) রোল - ৭৮১

তোমার আশায় বেঁধেছি বুক
ভাষিয়েছি আমার নয়ন জলে
ভাবতে ভাবতে হৃদয় আমার শুকিয়ে যায়,
শুধুই তোমারই আশায়।
যখন আমি ভেবে দেখি
পথটি গেছে বেঁকে,
তখন আমি আশায় থাকি
লিখবো কিছু তোমায় দেখে।
পত্রের পৃষ্ঠা যায় যখন ফুরিয়ে
থাকেনা মনে তখন
যায় শুধু কলম চালিয়ে।

ভাবতে ভাবতে দেখি
তোমার ঐ রূপখানা
খাতা কলম ফেলে রেখে
দেখি শুধু মুখখানা।
হৃদয় ভরে দেখি যখন,
পাগল হই আমি তখন।
ছুটে যায় তোমারই কাছে
কিন্তু হয়না দেখা তোমারই সাথে।
ভাবতে ভাবতে চোখে এসে যায় জল,
বন্ধুরা ছুটে এসে বলে
কি হয়েছে তোর বল?

কলেজ মানে

মোঃ আলিনুর মোল্যা

বি.এ (অনার্স) রোল - ৩১৩

কলেজ মানেই পৃথিবীর স্বর্গ
কলেজ মানেই পড়াশুনার সাথে
অসভ্যতার সঙ্গে আড়ি।
কলেজ মানেই বন্ধু - বান্ধব
নয় স্যার ম্যাডামের সঙ্গে দ্বন্দ্ব।
কলেজ মানেই খেয়াল খুশি
পিরিয়ড নয় বন্ধ।

কলেজ মানেই শিক্ষার পীঠস্থান
শৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিবেশ
কলেজ মানেই আনন্দের প্লাট ফর্ম
নতুন আবহাওয়ায় প্রবেশ।
কলেজ মানেই ইডেন উদ্যান
সঙ্গে ভেসে চলা
কলেজ মানেই বেজায় খুশি
ইচ্ছে মত ভাবা।

স্বৈরাচারীর সাথী

রন্টু মোল্লা

বি.এ (জেনারেল) রোল - ১৬৩

বাতাস কে বললাম
তুমি আমার পাশে থাক
তবে আমি বাঁচি।
বাতাস বলল
ভয় পেও না
তোমার সাথে আছি।
জলকে বললাম
আমার সাথে থাক
তুমি আমার সাথী।
জল বলল
তুমি জানো না
তোমার ধরে আছি।

মাটি কে বললাম
তুমি আমার
বুকে নেবো মাটি
মাটি বলল
তুমি জানো না
তোমার ধরে আছি।
আগুন কে বললাম
তুমি আমার আগুন
হবে নাকি?
আগুন বলল
তা হবে না
আমি স্বৈরাচারীর সাথী।

শিক্ষা

সুপর্ণা মন্ডল

বি.এ (অনার্স) রোল - ১১৪

শিক্ষা মোদের জ্ঞানের আলো
মোদের হাতিয়ার,
শিক্ষা ছাড়া নেই জগতে
চলার অধিকার।
শিক্ষা মোদের জীবন থেকে
ঘুচায় অন্ধকার।
শিক্ষা মোদের পথের সাথী

চলতে শেখায় পথ,
শিক্ষা মোদের ঢাল-তলোয়ার
যুদ্ধ জয়ের রথ।
শিক্ষার চেয়ে এই জগতে
নেইকো কিছুই দামী,
শেখার মত শিখলে সবাই
হবোই হব দামী।

কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে

স্বপ্না কর্মকার
রোল - ২৬৭

কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে
ওগো মোর সাথী,
কোথায় তুমি লুকিয়ে আছ
দাওনা একটু দেখা।।
কৈশরে তুমি যখন
ছিলে আমার পাশে,
সারাদিন মজা করে
দিনটা কাটতো আনন্দে।।
সুন্দর স্বপ্ন হয়ে তুমি
ছিলে মোর আঁখি তারায়,
আজকে তুমি আমায়
ছেড়ে চলে গেছো কোথায়।
আজকে আমার স্বপ্ন হয়ে
দুচোখ খোজে ভালোবেসে
তোমায় বারে বারে
ওগো তুমি
কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে।

সৃষ্টি

আব্দুল খালেক খান
বি.এ (জেনারেল) রোল - ১০৬৩

সৃষ্টি পত্রিকাতে লিখব বলে
ভাবছি একটা পদ্য
অনেক ভেবে কিছুতে
আসে না মনে একটা শব্দ।
রেগে গিয়ে কলমটা
সেই রেখে দিলাম
নতুন নতুন শব্দের সাথে
পরিচিত হলাম।
কলম নিয়ে লিখে ফেললাম
শব্দ ইচ্ছে মতো
অবশেষে পদ্যটা হয়েছে
আমার মনের মতো।
বন্ধুরা সব দেখে বলল
পদ্যটা খুব খাসা
পত্রিকাতে ছাপে যদি
এটুকু মোর আশা।

স্নেহময়ী মা

জুলফিকার মোল্যা
বি.এ (অনার্স) রোল - ২৪

মধুর চেয়ে মধুরতম একটি কথা মা,
মায়ের ঘেরা মুখটি আজও ভুলতে পারি না।
তুমি যে মা সবার প্রিয় পরম স্নেহময়ী,
মিষ্টি মধুর তোমার হাসি বিশ্ব ভূবন জয়ী।
তোমার হাতের পরশ পেয়ে উঠেছি বড় হয়ে,
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা রাতের সকল কষ্ট সয়ে।
তোমার হাতের দোলা দিতে পরম প্রীতি ভরে,
বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখতে আমায় আদর করে।
মুখটি তোমার পড়লে মনে দুঃখ ভুলে যাই,
স্নেহময়ী মা গো আমার তুলনা তোমার নাই।
রোগ শয্যার কাতর হয়ে কান্না যখন আসে,
সব যন্ত্রণা যাই ভুলে মা দেখলে তোমায় পাশে।
ভুলতে কি আর পারি তোমায় দুঃখ সুখের দিনে,
জীবন তরী বাঁধা যে মা তোমার দেওয়া লগ্নে।

জিজ্ঞাসা

কবিরুল মোল্যা

বি.এ (জেনারেল) রোল - ১০০

স্বাধীনতার সাধে কি আজ
হয়েছি মোরা তৃপ্ত
শোষণ পীড়ন বঞ্চনা তবু
প্রতিবাদ কেন সুপ্ত।
স্বাধীনতার পরে ও যে আজ
পার হল আসন্ন
তবু আজও কেন দুঃখী
পায়না দু বেলা অন্ন?

আজ ও দেশে বলিয়ান ব্যাক্তিরা
রবে সবে অবহেলায়
কিছু মানুষ কেন
রবে উপেক্ষায়?
বর্তমানে সব ভন্ডরা সব নেতা সেজে
শাসক সেজে বসে
কেন গরীব দুঃখী মানুষের
রক্ত খাবে চুষে?

আমাদের কলেজ

আব্দুল খালেক খান

বি.এ (জেনারেল) রোল - ১০৬৩

আমরা সবাই ভাঙ্গড় কলেজে পড়াশুনা করি,
আমাদের এই কলেজ যেন একটি স্বর্গপুরী।
জ্ঞানের আলো কলেজেতে সব সময়ই জ্বলে,
সব রকমের জ্ঞান শিক্ষা এখানেতেই মেলে।
সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে করি লেখা পড়া,
আমাদেরই স্মৃতি দিয়ে কলেজটি ঘেরা।
আমরা সকলে কলেজটিকে খুবই ভালোবাসি,
ভালোবাসার টানেই আমরা কলেজেতে আসি।
কোনদিন চলে যেতে ইচ্ছা মোদের হয় না,
চলে যাওয়ার কথা শুনলে মন যে মানে না।
পারব নাকো কোন দিনও ভুলতে কলেজ ও শিক্ষক মন্ডলীকে
সারা জীবন হৃদয় দিয়ে সাজিয়ে রাখবো স্মৃতিটিকে।

লক্ষ্মী

তাপস প্রামানিক

বি.এ (জেনারেল) রোল - ৭০৭

কদিন বাদে দূর্গা পূজা
আনন্দ ঘরে ঘরে,
পূজার কদিন কাটুক ভালো
মনটা ওঠে দোলে।
বছর গেছে হাজার হাজার
পূজার মধ্যে দিয়ে,
খেয়ে পরে এই কটাদিন
যাবে আবার।
মা থাকেন সবার মাঝে
অশুর বধের কাজে,

অশুর বোধন সর্বশেষে
শিব থাকে উপরে।
নতুন সাজে ছেলে মেয়ে
ঠাকুর দেখার ধুম,
আনন্দের ঐ মহা উৎসবে
থাকেনা আর ঘুম।
লক্ষ্মী, গনেশ, সরস্বতী
সবাই থাকেন পশে,
সবার সেরা লক্ষ্মী ঠাকুর
থাকেন সবার ঘরে।

চাওয়া

নাসিমা খাতুন

বি.এ (জেনারেল) রোল - ৯৭৩

তোমার গীত যতবার গাইতে গিয়েছি
বাণীর তার ছিঁড়ে আমি সুর হারিয়েছি।
তবুও ছাড়িনি এখন ও তবলা ও তান
হে আমার হৃদয়ের প্রেমিক মহান।
তুমি হাসিয়েছ তাই হেসেছি এতকাল
তুমি কাঁদলেও জানব এত প্রেমের ইন্দ্রজাল।

তব প্রেমের পথে পা বাড়িয়ে পেয়েছি আমি সব
তোমার কৃপা বিহীন মোর দেহ যেন সব।
ভালোবাসা মানে হল কিছু বিনিময়।
প্রেমিক প্রেমের পদের মাঝে গুপ্ত বিষয়
জীবনের সব কিছু হে প্রভু দিলাম তোমার পায়ে
বিনিময়ে এ বান্দা শুধু তোমার করুণা চায়।

ভালবাসি

অভিজিৎ চক্রবর্ত্তী

বি.এ (অনার্স) রোল - ১৮৫

আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে
চাই ভালবাসী,
কিন্তু সে কথা বলা আমার সাজে না।
আমার সমস্ত মন প্রাণ বলতে চায় ভালবাসি,
তবু গলায় ঠিক সুর বাজে না।
আমার মুখে অন্তহীন আত্মলাঞ্ছনার ক্ষত
তাই আজ যদি দু হাতে,
তুলতে চায় অভয়,
কেঁপে যায় হাত, মনে পড়ে,
এত দীর্ঘ দিন আমি কখনোই
তোমার পাশে ছিলুম না।
না সুখে না দুঃখে না লাজে
তবু তোমার সামনে আজ বলতে
চাই ভালবাসি,
কিন্তু যে কথা বলা আমার নাহি সাজে ।

অচেনা প্রেম

রমা দাস

বি.এ (অনার্স) রোল - ২৯০

ছিল না কোন পরিচয়, নেই কোন চেনা
তবু এই বিধাতার নিয়তি।
হয়েছে অচেনা ভালোবাসা
দেখা হয়েছিল মাঘি পূর্ণিমার আগের দিন
শত শত গাড়ি, কত শত লোক
হাজার ভিড়ের মাঝখানে
পেয়েছি তার হাত ছানি।
কেন এলে তুমি আমার জীবনে।
এসে যদি ছিলে কেন চলে গেলে কাঁদিয়ে।
এই ছিল কি তোমার মিথ্যা ছলনা
কেন কেন আমার ভালোবাসা
মিথ্যা খেলা কর না।
আশা দিয়েছিলে ফিরি আসবে
এমন এক বৈশাখে
আসিবে আসিবে বলে
এলে না তো তুমি আর
সেই আশায় বসে আছি আমি—

বেলা অবেলা

মুন্নি নস্কর

বি.এ (অনার্স) রোল - ৮৬

ভোরের পাখি দিল চিঠি
মনের কথা লিখে রাখি
ভালোবাসার কিছু কথা
কিছুটা এই মনে ব্যাথা।

বাতাস এসে দিল ছোঁয়া
মনে কত মিছে মায়া
ভাবনারা ওই দিচ্ছে পাড়ি
আকাশে ওই রঙিন ঘুড়ি।

দুপুর রোদের দমকা হাওয়া
গরম হাওয়া দিচ্ছে ছোঁয়া
ভেসে আসে ওই মিষ্টি সুর
ভরে যায় এই নিঝুম দুপুর।

গোধুলির ওই মিষ্টি আভাস
সূর্য ডোবার রঙিন আকাশ
পাখিরা ওই যাচ্ছে উড়ে
ফিরছে ওরা নিজের ঘরে।

আকাশে ওই চাঁদের আলো
তারারা ওই দেখা দিল
চাঁদ তারার ওই খেলা
খেলে চলে রাতের বেলা।

জানি না তুমি কে

সুরজিৎ মন্ডল

বি.এ (জেনারেল) রোল - ৩৯১

জানি না তোমার নাম কী
দেখেছিলাম তোমার মুখ,
সেদিন থেকে আমার মনে
এনে দিলে সুখ।
জানি না তোমায় দেখে
আমার কী হলো,
দিনে কাজ, রাতে ঘুম
কোথায় চলে গেল।
জানি না তোমায় নিয়ে
এত কেন ভাবি,
সারাদিন মনে হয়
দেখি তোমার ছবি।
জানি না তোমার শরীরে
এমন কী আছে,
হৃদয় আমার জ্বলে
তোমার রূপের কাছে।
জানি না আমি, তুমি কে
বাড়ি তোমার কোথায়,
একদিন আমি খুঁজে পাবো
তোমার পরিচয়।

জিজ্ঞাসা

সুস্মিতা কবি
বি.এ (অনার্স)

বৃষ্টি তুমি কি আমাকে ভালোবাসো ?
যদি ভালোবাসো, তাহলে
আকাশের বুক থেকে নেমে এসো
আমার হৃদয়ে।
বাতাস তুমি কি আমাকে ভালোবাসো ?
যদি ভালোবাসো, তাহলে
ঝড়ের বেগে সবকিছু তোলপাড় করে
চলে এসো আমার কাছে।
তুষার তুমি কি আমাকে ভালোবাসো ?
যদি ভালোবাসো, তাহলে
এই নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বলো
'আমি তোমাকেই ভালোবসি'
তোমার শীতল স্পর্শ দাও আমাকে
এই মন তাই তাকিয়ে থাকে
তোমার দিকে।
পাহাড় তুমি কি আমাকে ভালোবাসো ?
যদি ভালোবাসো, তাহলে
সুদূর উঁচু থেকে নেমে আসো
এই সমতল ভূমিতে
আমাকে দেখে তুমি
আনন্দে উঠো মেতে।
নদী তুমি কি আমাকে ভালোবাসো ?
যদি ভালোবাসো, তাহলে
সাগরের বুক থেকে চলে এসো
আমার হৃদয়ে।
ফুল তুমি কি আমাকে ভালোবাসো ?
যদি ভালো না বাসো
তাহলে তোমার সৌন্দর্য দেখিয়ে
কাছে ডাকো কেন ?
গান তুমি কি আমাকে ভালোবাসো ?
যদি ভালো না বাসো
তাহলে সুরে ছন্দে ছন্দে
পাগল করো কেন ?
ভালো তো আমারও বাসতে
ইচ্ছে করে
কিন্তু কি করে ভালোবাসি
ভালোবাসি শব্দটি
অনেক দিনের বাসি।

রাজনীতি

দেবদাস মন্ডল (সুব্রত)
বি.এ (জেনারেল) রোল - ৬১৭

এ কোন রাজনীতি
যার নেই কোন নীতি
হচ্ছে শুধু হেরফের
এ কেমন রাজনীতি ?
যে দিকে তাকাই আমি
দেখি অবনতি
কেউ হয় ঘর ছাড়া
কেউ হয় খুন
কারো বা ভাঙছে বাড়ি
কারো ঘরে জ্বলছে আগুন।
আলো নেই ভালো নেই, নেই কোন সুখ
শুধুই যে হাহাকার, ভরে থাকে বুক
এ কোন রাজনীতি
যার নেই কোন নীতি
যেখানে নেই কোনো মায়া দয়া
নেই কোনো প্রীতি ভালোবাসা
আছে শুধু হিংসা
মানুষ করে চলেছে মানুষের ক্ষতি
শাসনের বেড়া নেই
নেই কোন ভীতি
চারিদিকে একটাই কথা
শুধু রাজনীতি।

সৃষ্টি

মদিনা মনোয়ারা
বি.এ (অনার্স) রোল - ২৮৩

স্রষ্টার সৃষ্টিতে
ভরিয়া আছে দেশের বুকেতে
উর্দ্ধ গগনে নিশাকরদের আসনে
একটু পাব কি স্থান?
ওদের কত মান ওদের কত সম্মান।
সৃষ্টির পুষ্প কানন গোলাপ দুর্বা ছলিতেছে মনে
যেখানে ভ্রমেরা বসিতেছে গুঞ্জনে,
আমি কি পাব ঐ কাননে স্থান?
সৃষ্টির মাঝে আমার এই প্রথম কবিতা
স্থান পাই বা না পাই নাহি ভাবি তা।
তবুও লিখে যাই যা ভাবি তাই
কি সব ছাই ভস্ম, যার মাথা মুন্ড নাই
না হয় সৃষ্টির মাঝেতে
থাকব অনাসৃষ্টির সাজতে।
ভয় কি?
মাথার উপর আছেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ
মোর যাত্রা পথে আছে যে তারই আর্শিবাদ।
সম্মুখে আছেন বিদ্রোহী নজরুল
কাব্য ধামে হারাবো না কূল।
হাত ছানি দেয় যেন সুকান্ত
সৃষ্টির মাঝেতে কাব্যের বীজ পুতে তবে হব ক্ষান্ত।

বিশ্ব নবীর বিদায় বেলা

মোঃ আব্দুল অহিদ
বি.এ (জেনারেল) রোল - ৭১২

গগন পবন হয়েছে স্তব্ধ করুণ তাদের মুখ,
বিদায়ের করুণ রাগিনী বাজছে পৃথিবী নিশ্চুপ।
মহা শোকের মাতন আজি বিশ্ব দুয়ার মাঝে,
এত বড় বিরহ পৃথিবী পাইনি কে যে।
ধরণীর অন্তঃস্থল হতে উঠছে আর্তনাদ,
আকাশ বাতাস হচ্ছে উতলা তবুও চুপচাপ।
বিশ্ব প্রকৃতি যাকেই পেয়ে শান্ত হয়ে ছিল,
তাঁকেই হারিয়ে ধরনীতে আজ হাহাকার পড়ে গেল।
উড়ে গেল বুলবুলিরা চমন বাগীচা হতে,
বিরহ ঘনিয়ে এসেছে আজ তরুও পল্লবে।
আগমনে যাঁর তোরণে তোরণে বাঁশি বেজেছিল,
তাঁর বিরহে পৃথিবীর আজি করুণ দশা হল।
স্থলে জলে লতায় পাতায় বিরহ ঘনিয়ে এল
ফুলে ফলে তৃণে শব্দের ছায়া নামিল।
সমস্ত হাসি গান আজি এমনি থেমে গেল,
দিকে দিকে কান্নার সুর শোনা যেতে লাগল।
মেষ শিশুরা তৃণ মুখে হঠাৎ কেঁদে উঠল,
মরু পথে চলিতে উটেরা স্তব্ধ হয়ে গেল।
মদিনা পানে মুখ তুলে জল ছলছল আঁখি,
শুনিছে তারা চারিদিকে করুণ বিরহের বাঁশি।

ফুল গুলি আজ পাপড়ি হতে ঝরে পড়ল,
পাখিরা আজ গান ভুলে নীরব হল।
সমীরণ আজি গতি হারালো।
ধরণীর অর্ন্তদাহ বহন করে লু হাওয়া চলিল,
উদাসী বেদুঈন বল্লম ফেলে দাড়িয়ে পড়িল
জড় চেতনে আজ এমনি শোকের মাতন উঠিল।
সকলেই করছে মনে কি যেন তার নেই
কি যেন সে আজ হারিয়ে গেছে,
মূহুর্তের মধ্যে সকলের কাছে সংবাদ আসিল
বিশ্বনবী ধরণী হতে বিদায় নিয়ে গেছে।

নীতি কথা

ইমরান আলি
বি.এ (অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ

মানুষ চীর জীবি নয়
নিদিষ্ট বয়স সীমার মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায়
তাকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়
সময়ের ব্যবধানে নির্দিষ্ট বয়সে মৃত্যুআনে নিকটে।
কারও মৃত্যু হয় অল্প বয়সে ঘাত প্রতিঘাতে।।
মৃত্যু হয় সবার—
তাই মৃত্যুর মত মৃত্যু বরণ দরকার
যে মৃত্যুতে থাকতে মাহও, গৌরব, আর স্মরণ
সেই মৃত্যু কর সবে বরণ।
এমন কিছু করে যাও পৃথিবীর স্বার্থে তুমি
পৃথিবী যেন মনে রাখে তোমাকে
চীর দিনই।।

স্মৃতি বিরহ

মোঃ সাবির আলি
বি.এস.সি - দ্বিতীয় বর্ষ

তোমাকেই যেন ভালবাসি শত রূপে শত বার,
জনমে জনমে যুগে যুগে বহুবার।
চীরকাল খুলি মুগ্ধ হৃদয়ে গাঁথিয়াছি ফুলহার,
কতরূপ ধরে পরেছে গলায় নিওজ্ঞে সে উপহার।
জনমে জনমে যুগে যুগে বহুবার—
তোমাকেই যেন ভালোবাসি, শত রূপে শত বার।।

যত শুনিসে অতিত কাহীনি প্রাচীন প্রেমের ব্যাথ্যা,
অতি পুরাতন লাগে মিলিন মধুর কথা।
অসিম অতিতে চাহিতে চাহিতে দেখা দেয় অবশেষে,
কালের তিমির রাত্রি ঘনাইয়া তোমারি দারেতে এসে।
চীর স্মৃতি মহি ধ্রুবতারকার বেসে।।

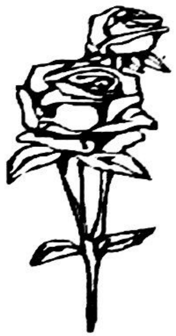

আমারা দুজনে ভাষিয়া এসেছি যুগান্তরির স্রোতে,
সে যে আদিম কালের চীর নিবিড় হৃদয় উৎস হতে।
আজি সেই যুগান্তরির প্রেম অবসর নিয়হে—
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের পিদিম,
একটি প্রেমির মাজারে মিসেছে সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল প্রেমের গীতি।।

উপকারীর অবস্তা

উজ্জ্বল নস্কর
বি.এ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ

সত্যি পৃথিবীটা নরক
আজকে আমার কাছে।।
নরক বাসিরা পায় যেমন নরক যন্ত্রণা।
তেমনিও হয়েছে দশা হয়ে মর্তের বাসিন্দা।।
যেথা যাই সেথা পাই, শত অপমান,
কী মানুষ হয়েছি আমি?
করছেনা কেউ একটুও সম্মান।।
কেউ আমার পরিস্থিতি বোঝেনি।
সবাই না জানি ভাবে কী?
তাই আমি বিশ্বাস করি
আমার মত মানুষের
পৃথিবীতে থাকার কোন জায়গা নেই।
নিজের জীবন রেখে বাজী
অন্যের উপকার করতে ও আমি রাজি।।
করিছি ও করছি অন্যের শত উপকার
কিন্তু সকলে করছে আমাকে অস্বীকার।।
উপকার আজ আবার কেউ মানতে চায় না,
বলে এখানে আশিস্ না।।
তাই বলি বিধাতা আমায়,
তাদের মত মানুষ
না পাঠিও পৃথিবীতে
আর।।
কেন না তাদের
থাকার নেই কোন অধিকার।
পৃথিবীটা নরম সমতার।।

বেকারত্ব

বিলাস মণ্ডল
বি.এ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ

বেকারত্বে কী জ্বালা?
জানে সেই জন পরসে এর মালা।
অর্থ হীনতায় তাকে শুধু ধুকতে হয়।।
জীবন তার বড় অসহায়।
পায়না সে কোন সুখের ধরা।
বেকারত্বের প্রেমে হওয়ায় আত্মহারা
সুখের আশা পুষলেওসে
বেকারের প্রেমে পারেনা যেতে বেরিয়ে।।
ভবো ঘুরে হয়ে মোরে, কাজ তার কে দেবে।
ভাবো বেকার যুবক-যুবতী,
হয়তো হবে কাজের সুযোগ তার,
থাকবে না অর্থ হীনতা আর,
থাকবে না দারিদ্রের ক্ষুদা,
এমনটা ভাবে তারা
উচ্চ শিক্ষা অর্জনে হয়মত্ত
বেকার যুবক যুবতীরা।
শত কষ্ট করে বড় হয়ে,
কোন কর্মের সুযোগ না পেয়ে,
কেউ আত্ম হত্যা করে
কেউ ও বা সমাজ বিরুধীদের
অবৈধ কাজে নিজেকে নিয়োগ করে
নীতি রীতি আদর্শকে দিয়ে
তারা জলান জলি, করে চলে সমাজে গুন্ডামি।।

ভোটের হাল

মোমতাজুর রহমান
বি.এস.সি (অনার্স) প্রথম বর্ষ

ভোট সভার গণতান্ত্রিক অধিকার
প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের প্রয়োগ করা।
উচিত ভোটার অধিকার।
পাঁচ বছরের জন্য দেশের ভাগ্য
নির্ধারিত হয়।
জনগণের গুরুত্বপূর্ণ ভোটলয়ে দেশের শাষক
নির্বাচিত হয়।
শত প্রতি শ্রুতি লয়ে প্রতিনিধিরা যায়
প্রতি বাড়িতে ভোটের আশায়
ভোটের পূর্বে থাকেনা কোন ভয়।।
ওরা আমার পক্ষপাতী, ওরা পক্ষপাতী নয়।
নিরস্ত্র জনগণ মেনে নেয় তাদের উদ্দিত ভাষণ
ভাবে তারা, এবার হবে উন্নয়ণ।।
নিরবাচিত হলে নেতা, তার
আর যায় না দেখা।।
যায় তার রোমাঞ্চকর উচ্চ ভাষণ
প্রতিশ্রুতির হয় দহন।
নিতে হয় তার পুলিশি পোটেকশন।
জনগণের ক্ষিপ্ততার এমন কারণ।

আধুনিক কৌতুক

মারুফ খাঁন চৌধুরী
বি.এ (অনার্স)

আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে
সি.বি.আই মারছে চাঁটা প্রাক্তন মন্ত্রীর টাকে।
পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি
ডন ব্রাডম্যানের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে শচীনের ১০০ তম সেঞ্চুরী।
কিচিমিচি করে বালি কোথা নাই কাদা
ভোটের পরে এক হয়ে যায় ছাগল আর গাধা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক
ফেটে গেল ফেটে গেল শ্যাম সুন্দরের ঢাক।
তার পরে আম বন তাল বন চলে
পশ্চিমবঙ্গ দুলছে এখন টি.এম.সির কোলে
আষাঢ়ে বাদল নামে নদী ভরভর
আলুর কিলো দশ টাকা দাম বাড়বে আরও।
মহাবেগে ফল ফুল কোলা হল ওঠে
মাচো মোস্তানা সিনেমা দেখতে দাদু দিদিমা ছোটে।

অতি বাস্তব

মিজানুর রহমান
বি.এ (তৃতীয় বর্ষ)

ব্যর্থতা হতাশা আর নির আশা
এটা কী জীবনে কারও আশা?
প্রত্যেকে চায় তার জীবন যেন
সুখ সাচ্ছান্দে যায়।
ধনী হতে না পারলেও সে
সুখ সে চায় নিঃসন্ধে।
অর্থ কী আনতে পারে সুখ?
এই কথা বলতে লাগবে অদ্ভুত
গরীব ভাবে সুখী ধনি
ধনি ভাবে গরীবের কোন সমস্যা নেই
একে অপরকে সুখে ভূষিত করলে ও কী
অর্থ কখনও কাউকে প্রকৃত
সুখ দিতে পারি নি।।
প্রকৃত মানবিক দৃষ্টি দিয়ে করলে বিচার
প্রমাণ হবে প্রকৃত সুখ কার।
আবেগ বশত মানুষ ভাবে এটা
অর্থ মানুষের সুখ দাতা
সুখ তখনি পাওয়া যায়
একে অন্যের প্রতি ভালোবাসার বিনিময় যখন হয়।
স্বামী স্ত্রী যখন একে অন্যের প্রেমে পাগল হয়।।
অর্থ সেথা মূল্য হীন সোনায় মুড়লেও স্ত্রীকে
তার প্রতি ভালোবাসা না দেখিয়ে।
সুখ দিতে পারে কেবল এই সকল বিষয়
আশা ভালোবাসা, আর খনিক সময়ের জন্য
একে অন্যের প্রেমে আত্ম হারার নেশা।।

ভাঙ্গা মনের কথা

মুনসি সারফরাজ
তৃতীয় বর্ষ

শূন্য ঘর, শূন্য জীবন
শূন্য হলো যে মন
ক্ষনিকের ভাবনা গুলো
এ জীবনে এমন বড় প্রয়োজন
পাখীরা বাসা বাঁধে
ঝড়ের আবেসে
আমি তো যাযাবর
বাঁধা যে নেই ঘর
কি হবে শুধু প্রয়োজন
মনের ঘরের
যে ঘর গেছে ভেঙে
জীবনের প্রথমে
ভাঙা ঘর কখনও তো
হয় না আগের মতো
ভাঙা মন কখনও তো
বাসে না কভু ভালো
আমি তো নই ধনি
গরীব হতভাগা
ভালো বাসা কেনার মতো
নেই তো অত টাকা
স্বপ্ন দেখেছি অনেক
থাকতো না হয় তাদের নিয়ে
কখনও যেন এসো না
কোনো বার্তা নিয়ে
সুখেই আছি দুঃকের মাঝে
দেব না কখনও তারী ভাগ
কি হবে রেখে বলো
পুরোনো সে সব স্মৃতি তার।

অন্তিম পর্ব

মাহাফুজা খাতুন (তুহিনা)
তৃতীয় বর্ষ

জোৎস্না রাতে ঘুমের আকাশে
তাকিয়ে হঠাৎ দেখি
মা যে আমার নেই কো কাছে
কোথায় তাকে খুঁজি
বৃষ্টি ডাকে আস্তে করে
পেলি নাকি মাকে
চমকে উঠি ভোর রাতে
বিছানা কেন ফাঁকা
ঘুম জড়ানো চোখেতে দেখি
রাত যে নেই আর বাকি
প্রশ্ন ওঠে মনের কোনে
কেন ? এমন হলো
তবে কি আজ! মা আমাকে
ছেড়ে চলে গলো
জ্যোৎস্নার আকাশ আধার হলো
ঘর যে হলো ফাঁকা
শুরু হলো বুকের ভীতর
অজানা কত বেদনার ব্যাথা
মায়ের তরে হৃদয় আমার
হলো এমন শূন্য
বেদনার ব্যাথাতে আজ
এ হৃদয় হলো পরিপূর্ণ।

Solitude

Jahangir Molla
B.A. (H) English
1st year

After a hard day's work,
I get some power and spiritual gay;
Not from mortal man, or from the busy road,
This I get, from almighty God.
Transgress the crowd, when sleep down the world,
Breeze are flowing and getting some cold.
I feel best myself of all livelihood,
Because, then I stay in quiet solitude.
Because dreams and ours enter in the mind.
I take those bliss as a blind.
Mortal things those judge,
Picturize in front of me with so beauty.
As a modest lady, looks like the nature,
Make me too crazy all the creature.
Forever avail to make me soft mood,
Because, then I stay in quiet solitude.

বিশ্বাস

তরিকুল ইসলাম
বি.এস.সি (তৃতীয় বর্ষ)

বিশ্বাস কর না আজ আর
কারও ভাই।
এই পৃথিবী আর পূর্বের মত নয়
যে দিকে যাবে স্বার্থপরতার
বেড়া জালে সব বাধা প্রাপ্ত হবে।
এই পৃথিবীতে বিশ্বাস কর না
সর্ব প্রথম তাদের কে,
তোমার মিষ্টি মিষ্টি কথায়
বলে আমি তোমার বড় সঙ্গি।
বিশ্বাস যদি করতে হয় কাউকে
কর তোমার মাতা, পিতাকে সর্ব প্রথমে।
তারা চায় না কখনও তোমার খারাব
তোমার আনন্দে তারাই আনন্দিত
তোমার সুখে তারাই সুখি।
তোমার সুখের জন্য নিজেরা
থেকেছে প্রতি মূহুর্ত অভুক্ত।
প্রেমের মোহে পড়ে, আজকে যুব সমাজ
হচ্ছে যুবক, যুবতীর প্রতি বিভোর হয়ে
ভাবে না ভবিষ্যত ভাবে না বর্তমান
কেবল তাদের প্রতিটান।
অবশেষে দেখা যায়
ভালোবাসার শেষ ফল
বুকে ব্যাথ্যা চোখে জল।
সমাজ হচ্ছে আজকে কুলষিত,
কারণ - পৃথিবী নেই আর পূর্বের মত।

নব্যবাবুর কর্ম

মোজাফফার হোসেন
বি.এ (দ্বিতীয় বর্ষ)

সভ্য যুগের, নব্য বাবু
বউকে নিয়ে পাগল
ঘোড়ার মত সাজাল নারীর
ও কী রাম ছাগল।
বউ এর প্রতি পাগল হয়ে
পিতা মাতার ছেড়েছে ফেলে
একী পুরু কৃত্তিরে?
কত যত্নে হও বড়
পিতা মাতার স্নেহে
আজসব গেলো ভুলে বউ-এর শাষণে।
বউ-এর কথায় গেলচলে শহরের মাঝখানে
পিতা মাতা হল পর ছেলের কাছে।।
শশুর শ্বশুড়িহল পিতা মাতা বর্তমানে
বর্তমান বাবুদের এমন কইবেন।
সভ্য যুগের, নব্য বাবু,
হবে এক দিন কাবু।
এমন বাবুর কর্ম এটা কী তার ধর্ম?
পিতা মাতার ভালোবাসা এটাই
নব্য বাবুর মূল কর্ম।।

জীবন যুদ্ধ

আলামিন মোল্লা
বি.এ, রোল - ১৯৫

অনি। অনিন্দিতা সেন। বাবা রাম বিলাস তেওয়ারী। বেসরকারী একটা জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারী। রাম বিলাস তাঁর সাত বছরের একমাত্র মেয়ে অনিকে রেখে নিখোঁজ হয়েছেন। চরম অসহায়তা যেন মুহূর্তের মধ্যে গ্রাস করে নিল অনির মাকে। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের রূপবতী নন্দীতা দেবী তাঁর সাত বছরের একমাত্র মেয়েকে বুকে নিয়ে সেদিন একটা কথাই বলেছিল, ''জিততে তোকে হবেই।''

তারপর গঙ্গা বক্ষ দিয়ে অনেক জল সাগর থেকে নর্দমা সর্ব্বত্র বহে গেছে।

অনি। অনিন্দিতা সেন আজ স্নাতকস্তর উত্তীর্ণ একজন চাকুরী প্রার্থী। বাবার সেই নিখোঁজ হ'য়ে যাওয়াটা অনিন্দিতা আজও মেনে নিতে পারেনি।

কিন্তু জীবন থেমে থাকে না। মা নন্দিতা দেবী বাড়ী-বাড়ী ঠিকে ঝি-এর কাজ ক'রে একবেলা খেয়ে একবেলা না খেয়ে জীবনকে বাজী রেখে একমাত্র মেয়ের জীবন যুদ্ধের দুর্গম - পথকে সুগম ক'রে তুলতে বদ্ধ পরিকর।

মায়ের সেই দৃঢ় অঙ্গীকারকে সার্থক ক'রে তুলতে অনিন্দিতাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে কোনো একটা কাজ। কাজের মান যাই-ই-হোক, যে কোনো একটা কাজের সন্ধানে অনিন্দিতা একের পর এক কল-কারখানা অফিস - কাছারী সর্ব্বত্রই আবেদন পত্র লিখছে। কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় যারা নারীকে শুধুমাত্র ভোগ্যপন্য হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত, তাদের হাত থেকে যে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়, অনিন্দিতা তা জেনেছিল, তবে অনেকটা দেরী করে ফেলেছিল।

আবেদন পত্রের ভিত্তিতে দু / একটা বেসরকারী সংস্থায় কাজ-যে অনিন্দিতার জোটেনি তা নয়, তবে সেই সব সংস্থায় পুরুষ সহকর্মীদের পাশবিক লালসার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে করতে শেষে অনিন্দিতা হেরে গেছিল।

অনিন্দিতার অঙ্গীকার ছিল, তার মাকে আর পরের বাড়ীতে ঝি-খাটতে দেবেনা। কিন্তু সে জানতো না তার স্বপ্ন সাধ সমাজের নিষ্করুণ নির্যাতনে অকালে বিলীন হয়ে যেতে পারে। পড়ার ঘরে অনিন্দিতা। মায়ের শরীরটাও ক'দিন ভালো যাচ্ছে না। কাজে যেতে পারছে না। ফলে এক বেলার পাঁচিল টপকে দু-বেলা অনাহারে দিন কাটছে অনিন্দিতাদের। আগের মত ক'দিন আগে আবার একটা চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় মায়ের মনটাও ভালো নেই। পাশের ঘরে জ্বারাক্রান্ত মায়ের ওষুধ নেই।

এমন সময় ধুমকেতুর মত বাড়ীর উঠানে হাজির হল পোষ্টম্যান।

পরিচিত পোষ্টম্যান স্বপনদার স্নেহশীল ডাক, ''কইরে অনি, এদিকে আয় রেলের চাকরিটা তা হলে তোর হলো।''

অনির মা যেন অদৃশ্য শক্তি পেয়ে একদৌড়ে স্বপনের কাছে ছুটে এলো। স্বপন তার ব্যাগ থেকে অনিন্দিতার জয়নিং লেটারটা দিতে দিতে বলল, ''যতদিন প্রাইভেট কোম্পানির এ্যাপয়েন্ট্মেন্ট্ - লেটার দিয়েছি ততদিন কিন্তু বলিনি। এবার কিন্তু সরকারী চাকরির চিঠি। আমার মিষ্টি পাওনা রইল।''

স্বপনের কথা শেষ করতে দেয় না অনির মা। ছোঁ মেরে চিঠিটা স্বপনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দৌড়ে মেয়ের ঘরের দিকে চলে যায় নন্দিতা দেবী।

হঠাৎ-ই এক বিকট চিৎকারে চমকে ওঠে স্বপন। সোজা চলে যায় অনিন্দিতার ঘরের দরজায়।

দরজার মুখে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় স্বপন। বাকরুদ্ধ হয়ে কয়েক মুহূর্ত থাকার পর নিজেই পাড়ার লোকজনদের ডেকে আনে।

অনিন্দিতার ঝুলন্ত মৃত দেহের নীচে পড়ে আছে মা নন্দিতা দেবীর মৃত দেহ।

অনিন্দিতার দাঁতে চেপে রাখা টুকরো কাগজে লেখা, ''মা, আমি হেরে গেলাম। আমি বাবার খোঁজে যাচ্ছি। তুমিও এসো

—অনি

স্বপনের ভারাক্রান্ত মনে বাস্তব হয়ে দেখা দিল নারীজাতির চরম ঘৃর্ণা তথাকথিত সমাজের প্রতি। তার মনে হ'তে থাকে সে যেন চিৎকার করে বলে, ''হে পুরুষ জাতী, নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান দাও, নইলে ধ্বংস অনিবার্য।''

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যাল ছাত্র সংসদ

২০১২ - ২০১৩ -এর কমিটি সদস্য

সভাপতি	-	ডঃ ননী গোপাল বারিক
সহঃ সভাপতি	-	তারিকুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক	-	মোঃ হাকিমুল ইসলাম
সহঃ সাধারণ সম্পাদক	-	মানিক সরদার
ক্রীড়া সম্পাদক	-	মোমতাজুর রহমান
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	-	বিলাস মন্ডল
সহঃ সাংস্কৃতিক সম্পাদক	-	মোঃ মহাবুল ইসলাম
পত্রিকা সম্পাদক	-	গোলাম মোল্যা
সহঃ পত্রিকা সম্পাদিকা	-	মোসাঃ আমিনা খাতুন
ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক	-	আক্তারল হক তরফদার-
ছাত্র সংসদ দলনেতা	-	তুহিন গায়েন
ক্যান্টিন সম্পাদক	-	মোঃ আলমগীর লস্কর
ছাত্রী কমনরুম সম্পাদিকা	-	রেবেকা খাতুন
লাইব্রেরী সম্পাদক	-	মিজানুর রহমান
সদস্য	-	আমসের মোল্যা
সদস্য	-	মনিরুল ইসলাম
সদস্য	-	মোঃ গিয়াসউদ্দিন মোল্যা
সদস্য	-	মোঃ মুজিবর রহমান মোল্যা
সদস্য	-	মোঃ আক্রাবুদ্দিন
সদস্য	-	শ্যামল কুমার ঘোষ
সদস্য	-	মোজ্জাফর হোসেন
সদস্য	-	মিরাজুল ইসলাম

সদস্য	-	মাহাবুব মন্ডল
সদস্য	-	মোঃ সামিম পারভেজ খান
সদস্য	-	রুন্টু মোল্যা
সদস্য	-	প্রদীপ চন্দ্র মন্ডল
সদস্য	-	রফিকুল ইসলাম
সদস্য	-	ফিরোজ সরদার
সদস্য	-	সাফিকুল ইসলাম
সদস্য	-	মোঃ নাজমুল হোসেন
সদস্য	-	অভিজিৎ গোলদার
সদস্য	-	হরিদাস মাকাল
সদস্য	-	মোঃ আহসানউল্লা খান
সদস্য	-	মোঃ আলিনুর মোল্যা
সদস্য	-	সৌমেন মন্ডল
সদস্য	-	মোঃ মনিরুল মোল্যা
সদস্য	-	মোঃ হাবিবুল্লা মোল্যা
সদস্য	-	মোঃ রেজাউল মিস্ত্রী
সদস্য	-	মোঃ ইসরাফিল মোল্যা
সদস্য	-	আলিউর মোল্যা
সদস্য	-	মোঃ মনিরুল মোল্যা
সদস্য	-	মোঃ মনিরুল মোল্যা
সদস্য	-	মোঃ সফিকুল ইসলাম
সদস্য	-	মোঃ আবু হোসেন মোল্যা
সদস্য	-	সুজিত মন্ডল
সদস্য	-	মোঃ মারুফ আলি গাজী
সদস্য	-	মিঠুন মন্ডল
সদস্য	-	আবদুল্লা মোল্যা

সদস্য - সঞ্জীব বিশ্বাস
সদস্য - বাকিবিল্লা খান
সদস্য - গোলাম মোরতাজা সরদার
সদস্য - সাহারদুল বিশ্বাস
সদস্য - মোঃ সালাউদ্দিন মোল্যা
সদস্য - আরিবুল্লা মিস্ত্রী
সদস্য - পলাশ চন্দ্র রায়
সদস্য - মোঃ আবু জাফর
সদস্য - সামিউর রহমান
সদস্য - মুন্সি সারফারাজ
সদস্য - গৌতম গিরি
সদস্য - আলিউল আলিম
সদস্য - আশিবুর রহমান
সদস্য - সেখ সাফিকুল ইসলাম
সদস্য - এম. এ সাবির
সদস্য - মুজিবর আলি মোল্যা

Students of the College at CollegeGate

Books being given out in the Library

Students' Union Room

The NSS Unit

The NCC Unit

Members,Students' Union